বার্ষিক সাধারণ সভা
২০২৪

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম
কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

(দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম- এর শাখা)

শোক প্রকাশ

Forum (PMMF)
474/92
rediffmail.com

সুকুমার মন্ডল (১৯৬৫ - ২০২৪)

কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্ব, সংঠনের সুহৃদ শ্রী সুকুমার মন্ডল গত ১৭ অগাষ্ট ২০২৪ তারিখে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৯ বছর। সুকুমার দা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংগঠনের আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটি পরিচালনা, নেতৃত্ব প্রদান এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক জটিলতা কাটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। সুকুমার দার অকাল প্রয়াণের ফলে কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটি যেমন অভিভাবকহীন হয়ে পড়লেন তেমনি পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম একজন দক্ষ নেতৃত্বকে হারালেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা
২০২৪

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম
কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন
(দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম -এর শাখা)

প্রচ্ছদ - সুদীপ বেরা
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

বিন্যাস ও অলঙ্করণ
লেজারওয়ার্ল্ড
পি৪এ, সি.আই.টি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪
৯৮৩১১ ৬১৯৬১

সূচিপত্র

অনুষ্ঠান সূচি	১
শুভেচ্ছা ও সংহতি বার্তা	৩
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪	৫-২৫
আয় ব্যয়ের হিসাব ২০২৩-২০২৪	২৬
কার্যকরী কমিটি ২০২৩-২০২৪	২৭
২০২৩-২০২৪ এর পদাধিকারী	২৮
২০২৩-২০২৪ ব্লক শাখা কমিটি	২৮-২৯
একটি প্রতিবেদন-	৩০

অনুষ্ঠান সূচি

৩ অক্টোবর ২০২৪, বৃহস্পতিবার

সন্ধ্যা ৬টায়, বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

৪ অক্টোবর ২০২৪, শুক্রবার

১) সকাল ৯টায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন
২) সকাল ৯-৩০ মিনিটে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ
৩) ১১-৩০ মিনিটে আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ
৪) ১২ টায় প্রতিবেদন এবং আয় ব্যায়ের উপর আলোচনা
৫) ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ
৬) কার্যকরি কমিটি নির্বাচন।
৭) বিবিধ।

NATIONAL PLATFORM FOR SMALL SCALE FISHWORKERS

শুভেচ্ছা ও সংহতি বার্তা

২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৪

সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম, এবং
সম্পাদক, কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন সমীপেষু,

পূর্ব-মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সপ্তম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের একাদশ বার্ষিক সম্মেলনকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের অন্যতম সক্রিয় ও শক্তিশালী শাখা সংগঠন হিসেবে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা সুরক্ষিত করার লড়াইএ কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন এবং পূর্ব-মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম অনন্য অবদান রেখেছে।

পুরোন-নতুন সাংগঠনিক পর্যায় মিলিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের সংগঠন তিন তিনটি দশক পেরিয়েছে। এর অনেকগুলো বছর আমি আপনাদের সাথে সংগঠনের কাজ করেছি। সাক্ষী থেকেছি সংগঠনের অনেক ওঠানামার। শিক্ষা পেয়েছি মৎস্যজীবীদের সমস্যা, সংগঠন আর আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির। প্রকৃত অর্থেই এই সংগঠন আমার শিক্ষালয়।

সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন সব সময়েই ফিরে দেখার, আত্মসমীক্ষার সুযোগ এবং দায়িত্ব নিয়ে আসে। তাই জেলার বার্ষিক সম্মেলন নিছক ব্লক বা এলাকাওয়াড়ি রিপোর্টে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। এগুলো অবশ্যই প্রয়োজনীয় কিন্তু আদৌ যথেষ্ট নয়। সংগঠনের সামগ্রিক দিশা, মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও সমাজে সংগঠনের কাজ ও অস্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নির্ণয় বার্ষিক সম্মেলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নীচের প্রশ্নগুলি প্রতিটি দায়িত্বশীল সংগঠককে ভাবায়, তাদের কাছে উত্তর চায় –

১। সাধারণ মৎস্যজীবীরা কি আমাদের সংগঠনকে তাদের সংগঠন বলে মনে করেন?
২। জেলার মৎস্যজীবীদের শতকরা কতজনকে আমরা সংগঠনে সামিল করতে পেরেছি?
৩। সাধারণ মৎস্যজীবীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা কি কি সাংগঠনিক পরিকল্পনা/পদক্ষেপ নিয়েছি?

বার্ষিক সম্মেলনের এই ঐতিহাসিক লগ্নে আমরা স্মরণ করব নির্মলেন্দু দাস, শুকদেব রঞ্জিত, ভাকু চরণ ধাড়া, অমূল্য বর, শক্তিচরণ শাসমলের মতো সৎ ও দক্ষ নেতাদের অক্লান্ত প্রয়াসকে। আমরা স্মরণ করব জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী আন্দোলনে ফাদার টমাস কোচারি, হরেকৃষ্ণ দেবনাথ, মাখানি সালধানার মতো প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বকে। এ আমাদের উজ্জ্বল উত্তরাধিকার, আমাদের পথের দিশা দেখানো আলোকবর্তিকা।

চাই সমুদ্র, নদী, খাল, বিল, জলাধার, জলাভূমি, পুকুর সহ সমস্ত জলাশয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সুস্থায়ীভাবে মাছ ধরার ও চাষ করার অধিকার; চাই দূষণ, জবরদখল এবং অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার রোধ করার অধিকার; চাই নিবিড় চিংড়ি চাষ নিষিদ্ধকরণ; চাই মৎস্যক্ষেত্রের কাজের জন্য খটি ও অন্যান্য জমি ব্যবহারের আইনি অধিকার; চাই ক্ষুদ্র মৎস্যভেন্ডরদের ব্যববসার নিরাপত্তা; চাই বাছুনি-শুকুনি সহ সব মহিলা মৎস্যকর্মীর সশক্তিকরণ; জলবায়ু সংকটের মোকাবিলায় চাই কার্যকরী ব্যবস্থা; চাই উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ, পরিকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের অবস্থানে অবিচল থেকে তাদের স্বার্থে তৃণমূল স্তর থেকে নীতিগত ক্ষেত্র পর্যন্ত আপোষহীন লড়াই আপনাদের সংগঠনকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের আশা-ভরসার প্রধান অবলম্বনে পরিণত করেছে। এই দায়িত্বই আপনাদের স্বীকৃতি, আপনাদের সম্মান।

আমার সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের বার্ষিক জেলা সম্মেলন সার্বিকভাবে সফল হবে, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের লড়াই সংগ্রামকে নতুন দিশা দেখাবে, এই প্রত্যাশা এবং প্রত্যয় সহ –

প্রদীপ চ্যাটার্জী

প্রদীপ চ্যাটার্জী
জাতীয় আহ্বায়ক,
ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশ ওয়ার্কার্স

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

৩-৪ অক্টোবর ২০২৪
স্থান: প্রজাপতি গেস্ট হাউস, বলাইপন্ডা, ময়না ব্লক

আমার প্রিয় সাথি ও সহকর্মীরা,

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের একাদশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সকল প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের শাখা সংগঠন এবং সেই সুবাদে ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্ম ফর স্মল স্কেল ফিশওয়ার্কার্স (NPSSFW) -এর সংশ্লিষ্ট। খুশির খবর হল লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে অগাস্ট ২০২৪-এ উপরিউক্ত NPSSFW ফেডারেশন হিসেবে রেজিস্ট্রেশন পায়। রেজিস্ট্রেশনের সময় সংগঠনের নামের পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত নাম হল "ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ স্মল স্কেল ফিশওয়ার্কার্স" (NFSF)।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫টি ব্লকের মধ্যে সংগঠন কেবলমাত্র ১৪টি ব্লকে এবং ২টি পৌরসভার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৩৪৪৮জন। এরমধ্যে মহিলা সদস্য ১১৮৩জন রয়েছেন। সদস্যদের মধ্যে মাছ আহরণকারী, মাছচাষি, মাছ বাছাই ও শুকানোর কর্মী ও ক্ষুদ্র মাছবিক্রেতা–সহ সব ধরণের মৎস্যকর্মী রয়েছেন।

বহু প্রতিবন্ধকতা ও সংকটঘন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী সহ সকল শ্রেণীর নাগরিকের সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ হল বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু বদল। জলবায়ু বদলের পরিপ্রেক্ষিতে, অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী ভূমিব্যবহার যেভাবে দক্ষিণবঙ্গের এবং নির্দিষ্টভাবে আমাদের জেলার জলনিকাশিকে বিপন্ন করছে তাতে আমাদের জীবন-জীবিকা-স্বাস্থ্য প্রবল সংকটের মুখোমুখি।

আমাদের সংগঠনের সদস্যরা সাধারণ গ্রামবাসী। তাই, আমাদের সমস্যা যেমন মৎস্যজীবী হিসেবে তেমন সাধারণ গ্রামবাসী হিসেবেও। আর, যে নির্দিষ্ট সমস্যাটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি সেটি গ্রামজীবনের একটি সাধারণ সমস্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবিকার কঠিন সমস্যাও হয়ে উঠেছে।

এক কথায়, সমস্যাটি হল প্রধানত অপরিকল্পিত এবং বহুক্ষেত্রে বেআইনি ভূমিব্যবহারের ফলে একদিকে তটাঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় বা জলোচ্ছাসের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধগুলি হারিয়ে যাওয়া এবং অন্যদিকে জলনিকাশিব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হওয়ার ও তার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে জল জমে থাকার সমস্যা। আর, জলবায়ু বদলের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে এবং ভবিষ্যতে একটি গভীর সংকট হয়ে ওঠার দিকে এগোচ্ছে।

সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গে বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ও জলনিকাশির সমস্যা যে কঠিন রূপ ধারণ করেছে তা রাজ্যের এবং দেশের নানাবিধ সরকারি প্রতিবেদনে, বিবিধ গবেষণাপত্রে, এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে স্পষ্ট।

সাধারণভাবে, পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের, দুর্দশা ও বিপন্নতার কথা নানা অনুসন্ধানে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত। আমাদের জেলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে যা প্রাসঙ্গিক, নানা অনুসন্ধান ও আলোচনায় রূপনারায়ণ, কেলেঘাই, কংসাবতীর প্লাবনভূমি অঞ্চলের বিপন্নতার কথা আলাদা করে উল্লেখিত হয়।

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা কমবেশি সবার জানা।

প্রথমত, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণভাবে ঝড়-ঝঞ্ঝাপ্রবণ, বর্ষাপ্রবণ এবং বন্যাপ্রবণ এলাকা। ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘটনার পৌনঃপুনিকতা বেড়েছে। গত ৩০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত কিঞ্চিত কমে থাকলেও, গাঙ্গেয় পশ্চিবঙ্গের ক্ষেত্রে সেই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় না। বরং, উপকূলীয় ও মোহানা অঞ্চলে মোট বৃষ্টিপাত একটু বেড়েছে। তার উপরে, জলবায়ু বদলের ফলে, অল্প সময়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির ঘটনা বাড়ছে।

অন্যদিকে, ব্যাপক পলিসঞ্চারের ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নদী, নালা, খালগুলির ধারণক্ষমতা দারুণভাবে কমেছে। বহুক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ নদী ও খাল মজে গিয়েছে। এর ফলে, প্লাবনের জল নিষ্কাশনের একটা সাধারণ সমস্যা রয়েছে।

উপরিউক্ত দুই সাধারণ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—অপরিণামদর্শী নানান কর্মকাণ্ড ও নির্মাণের সমস্যা। বহুদিন ধরেই এই প্রক্রিয়া চলছে। গত তিন দশকে ক্রমে তা আমাদের এক সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আগে মানুষ জনবসতি করত উঁচু জমিতে—যেখানে সাধারণভাবে জল জমতে পারে না। কারণ, জল উঁচু থেকে নীচু জায়গায় নামে এবং বিল-খাল-নালা-নদীতে। আজ, নির্বিচারে নীচু জায়গা ভরাট হচ্ছে। পাশাপাশি জলনিকাশির পথে গজিয়ে উঠেছে বিভিন্ন বাধা—পোনার ভেড়ি বা চিংড়ির খামার, এবং যে–কোনো ধরনের নির্মাণ। ফলে, প্লাবিত হলেও যেসব এলাকায় দ্রুত জল নেমে যেত, সেই সব এলাকায় বানের জল ঢুকলে আর বেরোনোর পথ পায় না। ইয়াস সাইক্লোনের পরে পূর্ব মেদিনীপুর উপকূল জুড়ে জল জমে না নামার ভয়ংকর চেহারা আমরা দেখলাম।

বিপর্যয় মোকাবিলার গোড়ায় গলদ

বিপর্যয়ের মাত্রা ও বিপর্যয়ের অভিঘাত কম হলে বিপর্যয়ের মোকাবিলা সহজ হয়। আমাদের ক্ষেত্রে মুশকিল হল, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটার আগেই আমরা এমন ব্যবস্থা করে রাখছি যাতে বিপর্যয় ঘটলে তার অভিঘাত অনেক বেশি পরিমাণে মানুষের জীবন-জীবিকা সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই কারণে, বিপর্যয় মোকাবিলাকে হতে হবে পরিবেশমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনার (Land use management) অভাব

ভূমির প্রকৃতি ও ধরনধারণ আমাদের স্বাভাবিক সম্পদ। যেমন, উঁচু বালিয়াড়ি আমাদের ঝড় বা জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী নীচু জমি, প্রাকৃতিক নালা ও খাঁড়ি প্লাবনের জল বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমাদের গোটা জেলা জুড়ে ভূমি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো পরিকল্পনার চিহ্ন চোখে পড়ে না। গোটা পূর্ব মেদিনীপুর সমুদ্রতট জুড়ে বালিয়াড়ি উধাও। যে উদ্ভিদগুলি বালিয়াড়ি এবং তটের ভূমিক্ষয় রক্ষা করে তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থাপনা নেই। ব্যাপকভাবে কাটা পড়েছে বিচের কেয়াঝোপ এবং অসংখ্য উদ্ভিদ। ঝাউবন নিয়ে বনবিভাগ অল্পবিস্তর মাথা ঘামান, কিন্তু তটের স্বাভাবিক উদ্ভিদসম্পদ সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ দেখা যায় না।

পুরো উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে জলনিকাশি ব্যবস্থার পথ প্রতিরোধ করে রয়েছে লক্ষাধিক চিংড়ি খামার ও মাছের ভেড়ি। জল নেমে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে গজিয়ে উঠেছে ইটভাটা, হোটেল, রিসর্ট এবং অন্যান্য নির্মাণ। এমনিতেই পলি পড়ে যাওয়া নদী-নালা-খালের পাড় দখল করবার ফলে ক্রমশ সেগুলি আরও শীর্ণ হচ্ছে—তাদের জলধারণের ক্ষমতা ও তাদের মাধ্যমে জলনিষ্কাশনের সম্ভাবনা আরও কমছে। জনবসতি স্থাপন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উপাদান হল ভূমির Topography-কে হিসেবের মধ্যে রাখা। কিন্তু আমাদের জেলায় (হয়তো অন্যান্য জেলাতেও) এই বিষয়টি ভাবনার মধ্যে আসে বলে মনে হয় না। শুধু সরকার নয়, নাগরিক সমাজেও এক্ষেত্রে সচেতনতার ঘাটতি আছে। কিন্তু এই সচেতনতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সরকারের কি কোনো ভূমিকা নেই? সরকারের মন্ত্রী-আমলা-আধিকারিকরা নিজেরা বিষয়টি নিয়ে কতটা সচেতন?

বাস্তব আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে ঠিক কতটা।

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন বিগত এক বছরে ব্লক শাখা গুলি এবং কেন্দ্রীয় ভাবে যে মুল কাজ গুলি করেছে সেগুলি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। ব্লক শাখা কমিটির পরিচালন ব্যবস্থাপনা, সাধারণ সদস্যদের সাথে শাখা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়, প্রশাসনিক স্তরে যোগাযোগ এলাকার ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ইস্যুগুলি চিহ্নিত করণ এবং ইস্যুগুলি প্রশাসনের নজরে আনা ইত্যাদি বিবেচনা করে ব্লক শাখা গুলির কাজের নিরিখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের রিপোর্ট তুলে ধরছি।

ভগবানপুর-১ ব্লক এগরা মহকুমার অধীন। ভগবানপুর-১ ব্লকে ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এরমধ্যে সংগঠন শুধু ৩টি গ্রামপঞ্চায়েতের (মহম্মদপুর ১নং, মহম্মদপুর ২নং এবং ভগবানপুর ৪নং) মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। ভগবানপুর-১ ব্লক অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ১৬৩ জন, মহিলা সদস্য ৫৩জন। সদস্যদের মধ্যে মাছচাষি, মৎস্য ভেন্ডর এবং মাছ চাষে নিযুক্ত মৎস্যকর্মী রয়েছেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা: ভগবানপুর-১ ব্লক শাখা কমিটির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৭৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংগঠনের নেতৃত্ব দেবব্রত খুঁটিয়া, শ্রীকান্ত দাস, অমল ভূঞ্যা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখার নেতৃত্ব প্রশান্ত বর্মন উপস্থিত ছিলেন।

ভগবানপুর-১ ব্লক শাখা কমিটির প্রধান সমস্যা এবং দাবিগুলি হল- ১) কেলেঘাই নদী সংস্কার ও নদীর পাড়ে অবৈধ ইটভাটা গুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ২) দেঁড়েদিঘি থেকে উদবাদল পর্যন্ত খাল সংস্কার ৩) তেখালি থেকে গোবিন্দপুর পর্যন্ত খাল সংস্কার এবং খালের উপর স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ ৪) তেখালি থেকে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ৫) সরকারি প্রকল্পের সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ৬) মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড না পাওয়া ৭) মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠন এবং ৮) খালে বর্জ্য চুল ফেলা বন্ধ করা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা।

পদক্ষেপ: ১) ভগবানপুর-১ ব্লক শাখা কমিটির সমস্যা ও দাবিগুলি গুরুত্ব অনুধাবন করে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৪/০১/২০২৪ তারিখে এলাকা পরিদর্শনে যাওয়া হয়। এলাকার মৎস্যজীবীদের সাথে সাক্ষ্যাৎ, এবং মৎস্যজীবীদের সমস্যাগুলি সরজমিনে দেখা ও বোঝা। পরিদর্শন দলে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য শান্তনু চক্রবর্তী এবং দেবাশিস শ্যামল।

২) ১৮/০১/২০২৪ তারিখে ক্ষুদ্র মাছচাষিদের মাছের চারা ও সরঞ্জাম প্রদানের জন্য ১২ জন মৎস্যচাষির প্রস্তাবিত তালিকা ভগবানপুর–১ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে ৮ জন উপভোক্তার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। অদ্যাবধি ৮ জন উপভোক্তা মাছের চারা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাননি।

৩) কেলেঘাই নদী সংযুক্ত দেড়েদিঘি থেকে উদবাদল পর্যন্ত জল নিকাশি খাল সংস্কারের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ ভগবানপুর–১ এবং ভগবানপুর–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট আবেদন জানানো হয়। ২০।০৩।২০২৪ তারিখে শক্তিপদ মণ্ডল এবং ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে মাধব ভূঞ্যা 'সরাসরি মুখমন্ত্রি'– কে ফোন করে সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন জানান। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ওয়েজ দফতরে জানানো হয়েছে। ইরিগেশন এন্ড ওয়াটারওয়েজ দফতর বিষয়টি গ্রহণ করেছে।

স্থানীয় মৎস্যজীবীদের পর্যবেক্ষন- ইরিগেশন এন্ড ওয়াটারওয়েজ দফতর ১১/০৭/২০২৪ তারিখে খালের পাড়ের সব নির্মাণ সরিয়ে ফেলার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। দেঁড়েদিঘি খাল দফতরের আধিকারিকরা পরিদর্শন করেছেন।

৪) ভগবানপুর ৪নং গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত সারঙ্গপুর মৌজার অধীন তেখালি পাকারপুরল থেকে কাঠপুল পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণের জন্য ১৪ মার্চ ২০২৪ তারিখ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়।

পরবর্তীতে, ভগবানপুর-১ ব্লক শাখা কমিটির সম্পাদক মুক্তা মণ্ডল ২৪/০৪/২০২৪ তারিখে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'–কে অভিযোগ জানান। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তা পরিদর্শন করে এবং ব্লক প্রশাসন থেকে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে দুর্গা পূজার পর রাস্তার কাজ শুরু হবে।

৫) ৬ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি (২৯/০৮/২০২৪) ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী অরূপ সুন্দর পন্ডা মহাশয়ের হাতে তুলে দেন ভগবানপুর-১ ব্লক শাখা কমিটির সম্পাদক মুক্তা মণ্ডল এবং সভাপতি সাধন চন্দ্র পাল। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক তমাল তরু দাস মহাপাত্র এবং সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল।

সাফল্য:

বঙ্গমৎস্য যোজনা প্রকল্পে মুক্তা মণ্ডল স্কুটি এবং ঠান্ডা বাক্স পেয়েছেন। ৫জন মৎস্য বিক্রেতা (মাধব ভূঞ্যা, নকুল মণ্ডল, নিত্যগোপাল মণ্ডল, শক্তি মণ্ডল এবং ভূষণ চন্দ্র ভূঞ্যা) সাইকেল ও হাঁড়ি পেয়েছেন। মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ডের মাধ্যমে মাছচাষি উমাকান্ত ভূঞ্যা দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

সংবাদ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য-

সংগঠনের দাবি ছিল কেলেঘাই নদীর পাড়ের অবৈধ ইটভাটা ও মাছের ভেড়িগুলি সরিয়ে ফেলতে হবে। এ-বিষয়ে সংগঠন লাগাতার কর্মসূচি গ্রহণ করে। কাঁথি থেকে প্রকাশিত দৈনিক চেতনা থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে, দেঁড়েদিঘি, শিলাখালি, গুড়গ্রাম বাজার, বুড়াবুড়ি প্রভৃতি এলাকায় নদী গর্ভে অবৈধ ইটভাটা মালিককে সেচ দফতরের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

কোলাঘাট ব্লক তমলুক মহকুমার অন্তর্ভূক্ত। কোলাঘাট উন্নয়ন ব্লকে ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সংগঠন ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২৮০, মহিলা সদস্য ৮৪ জন। কোলাঘাট উন্নয়ন ব্লক অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে মাছচাষি, মাছ চাষে নিযুক্ত শ্রমিক, মৎস্য ভেন্ডর, নৌকা মালিক এবং নৌকায় নিযুক্ত মৎস্য শ্রমিক রয়েছে।

বার্ষিক সম্মেলন: কোলাঘাট ব্লক শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ সাহাপুর গঙ্গা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৯৩জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, যারমধ্যে ৩২জন মহিলা সদস্য। সম্মেলনে আগামী ১ বছরের জন্য কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অমল ভূঞ্যা, দীপক নাটুয়া, গৌতম বেরা এবং শ্রীকান্ত দাস।

রক্তদান শিবির: কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটির উদ্যোগে ২০/০৪/২০২৪ তারিখে রক্তদান শিবির সাহাপুর গঙ্গা মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এই রক্তদান শিবির দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করলো। বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও গঙ্গা মাতার পূজার্চ্চনা ও অন্নমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে ৩৫ জন রক্তদান করেন, এরমধ্যে ১৬-জন মহিলা ছিলেন। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় মৎস্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল।

কোলাঘাট ব্লকের মূল সমস্যা ও দাবিগুলি হল- ১) মাছচাষিরা 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড' থেকে বঞ্চিত ২) নৈহাটি থেকে ডিম পোনা নিয়ে ফেরার পথে পুলিশি তোলাবাজির স্বীকার ও হেনস্থা ৩) মৎস্যচাষিদের সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ৪) নদীর পাড় বাঁধানো খাঁচা থেকে মৎস্যজীবীদের জাল ও নৌকার ক্ষতি ৫) মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড সংশোধন ৬) দুই বছরের বেশি সময় উপভোক্তা তালিকায় নাম থাকা স্বত্বেও ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে না ৭) এমজিএনআরজি-এর মাধ্যমে মাছচাষের পুকুর সংস্কার ৮) দেনান এলাকার মৎস্যজীবীদের নৌকা রেজিস্ট্রেশন করা ৯) সাহাপুর গঙ্গামন্দিরে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা ১০) মৎস্যজীবী বন্ধু

স্কিম থেকে বঞ্চিত ১১) মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠিগুলির সেভিংস ব্যাঙ্ক খাতা খোলা এবং গ্রুপগুলির রেনুয়ালের বন্দোবস্ত করা এবং ১২) রূপনারায়ণ নদীতে বিষ প্রয়োগ করে মাছধরা বন্ধ করতে হবে।

দাবিগুলির সপক্ষে সংগঠনের পদক্ষেপ–

১) নদীতে বিষ প্রয়োগকারি দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ২৭/১১/২০২৩ তারিখে কোলাঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। কোলাঘাট ব্লক শাখার নেতৃত্ব স্বর্গীয় সুকুমার মণ্ডল এবং ফটিক মান্নার নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২জনের একটি দল কোলাঘাট থানায় জড়ো হয়। পুলিশের উপর চাপ তৈরি হয়। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশের সাথে মৎস্যজীবীদের বচসা হয়। চাপে পড়ে কোলাঘাট থানা বাধ্য হয়ে অভিযোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ২৮/১১/২০২৩ তারিখে জেলা শাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটি নদীতে বিষ প্রয়োগের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। এরকম উদ্যোগ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সম্ভবত প্রথম। সংগঠনের লাগাতার সচেতনতা কর্মসূচির ফলে নদীতে বিষ প্রয়োগের বিরুদ্ধে গণ সচেতনতা গড়ে উঠছে। আমরা সংবাদ মাধ্যম থেকে খবর পাই নভেম্বর মাসে নদীতে বিষ প্রয়োগকারি দুষ্কৃতীরা মাছ ধরার সময় এলাকার মানুষের বাধায় পড়ে। তার ফলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। পালানোর সময় দুটি মোটর সাইকেল ফেলে চলে যায়। পুলিশ সেই দুটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করে।

২) 'ছোট জলাশয়ে মাছচাষ' প্রকল্পে কোলাঘাট ব্লকের উপভোক্তাগণ ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছিলেন না। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে 'ছোট জলাশয়ে মাছচাষ' –এর উপভোক্তাদের বরাদ্দকৃত বকেয়া পাওনা প্রদানের আবেদন জানিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুরকে চিঠি দেওয়া হয়। মৎস্য অধিকর্তা এবং উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল–কেও বিষয়টি জানানো হয়।

ফলাফল: দফতরে অভিযোগ দায়ের করার ১ মাসের মধ্যেই উপভোক্তাদের প্রাপ্য বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়।

৩) রূপনারায়ণ নদের পাড়ের ভাঙন ঠেকানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁশের খাঁচা ফেলা হয় এবং এই বাঁশের খাঁচাগুলিকে লোহার তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এরফলে মৎস্যজীবীদের জাল-নৌকার ক্ষতি লেগেই থাকে। ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত নৌকার ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। এবং কোলাঘাট ব্লক জুড়ে রূপনারায়ণ নদের ভাঙন ঠেকাতে পলি জমানোর পদ্ধতি বিবেচনার জন্য ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। ২) 'ছোট জলাশয়ে মাছচাষ' প্রকল্পে কোলাঘাট ব্লকের উপভোক্তাগণ ৬ মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছিলেন না। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে 'ছোট জলাশয়ে মাছচাষ' –এর উপভোক্তাদের বরাদ্দকৃত বকেয়া পাওনা প্রদানের আবেদন জানিয়ে সহ মৎস্য অধিকর্তা, পূর্ব মেদিনীপুরকে চিঠি দেওয়া হয়। মৎস্য অধিকর্তা এবং উপ মৎস্য অধিকর্তা, পশ্চিমাঞ্চল–কেও বিষয়টি জানানো হয়।

৪) মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড-এর ভুল একটি গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার ফলে কোলাঘাটের ব্লকের ৫৪জন নৌকা মালিক 'সমুদ্র সাথি' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি। কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটি এবং সংগঠন যৌথভাবে 'মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড সংশোধনের জন্য' ৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে কোলাঘাট উন্নয়ন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট চিঠি দেন। পরবর্তীতে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক–কেও বিষয়টি জানানো হয়।

ফলাফল: আজ অবধি সমস্যার সমাধান হয়নি।

৫) কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটির উদ্যোগে নৌকা নিবন্ধীকরণের বিষয়ে দেনান এবং শালুকা এলাকায় প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তারফলে কোলাঘাট ব্লকের মৎস্যজীবীরা নিবন্ধীকরণের বিষয়ে উৎসাহিত হন।

প্রচারাভিযান কর্মসূচিতে নেতৃত্বদেন ঝর্না মণ্ডল, গণেশ মণ্ডল এবং সুরজিৎ মল্লিক। ২০ অগাস্ট ২০২৪ তারিখে দেনান ও শালুকা মৌজার ২৫টি নৌকার নিবন্ধীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক কার্যালয়ে জমা করা হয়েছে। দফতরের পক্ষ থেকে নিবন্ধীকরণের বিষয়ে কোনো সদর্থক পদক্ষেপ না নেওয়ায় ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের সাথে সাক্ষাৎ করে দ্রুত নিবন্ধীকরণের বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়।

সর্বশেষ খবর: সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক মৌখিক জানিয়েছেন নিবন্ধীকরণের জন্য মৎস্য অধিকর্তার থেকে অনুমতি চাওয়া হবে। তিনি অনুমতি প্রদান করলে তবেই নিবন্ধীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সাফল্য :

সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন নতুন এলাকায় সংগঠন পৌঁছতে পেরেছে। সদস্য রেনুয়ালে অগ্রগতি ঘটেছে। ২ বছর পরে কোলাঘাট উন্নয়ন ব্লক থেকে ৬ জন মৎস্য বিক্রেতা ও নৌকা মালিক ঠান্ডা বাক্স এবং ওজন যন্ত্র পেয়েছেন। মৎস্য দফতর থেকে দুই দফয়ায় ৮জন মাছচাষি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

কাঁথি–১ ব্লক কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত। কাঁথি–১ ব্লকের অধীন ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সংগঠনের উপস্থিতি কেবল ১টি মাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২টি মৌজার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সদস্য সংখ্যা ১২১জন, মহিলা সদস্য সংখা ৪৪। কাঁথি–১ ব্লক শাখা সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সদস্যদের মধ্যে নৌকা মালিক, নৌকায় নিযুক্ত শ্রমিক, মাছ বাছুন-শুকুনি, খটি শ্রমিক এবং মৎস্য ভেন্ডর রয়েছে।

বার্ষিক সম্মেলন: কাঁথি ১ ব্লক শাখা কমিটির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বগুড়ান জালপাই–২ মৎস্য খটিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৫৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মহিলা সদস্যা ছিলেন ২৩ জন। বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম বেরা, সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া এবং উপদেষ্টা সদস্য প্রদীপ কুমার জানা।

কাঁথি ১ ব্লক শাখার মুল সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) খটি মৎস্যজীবীদের স্বার্থ ধ্বংসকারী জুনপুট মিসাইল লঞ্চিং প্যাড স্থাপন বন্ধ করেত হবে ২) খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে ৩) অমৎস্যজীবীদের 'মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ' কার্ড প্রদান করা যাবে না ৪) সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে বড়ো যন্ত্রচালিত নৌকাগুলির ব্যান পিরিয়ড ১২০ দিন করতে হবে ৫) ব্যান পিরিয়ড অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং মাশারি জাল দিয়ে বাগদা মিন ধরা বন্ধ করতে হবে ৬) বনদফতর দ্বারা বগুড়ান জালপাই–২ মৎস্য খটির শৌচালয় নির্মাণে বাধা দূর করতে হবে।

সাংগঠনিক পদক্ষেপ

মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে-

২০২৩ সাল থেকে প্রতিরক্ষা দফতরের ডিআরডিও বিরামপুট মৌজায় মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ করছে। মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বাস্তবায়িত হলে জুনপুট মৎস্য খটি-সহ এই এলাকার খটি মৎস্যজীবী এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জনজীবনের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়ে। সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃত্বদেন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম বেরা এবং সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া। এছাড়াও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের আহ্বানে আন্দোলন কর্মসূচিতে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া, রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা এবং শঙ্কর বর অংশগ্রহণ করেন।

৭দফা প্রশ্ন সম্বলিত চিঠি ১৫ মার্চ ২০২৪ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কোন উত্তর না আসায় ১২ জুন ২০২৪ তারিখে চিঠি পাঠানো হয় হয়। ডিআরডিও কর্তৃপক্ষ ৭দফা প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হন। ডিআরডিও থেকে পাওয়া প্রশ্নের উত্তরে বেশকিছু অসঙ্গতি অনুভব করায় পুনরায় ৬ অগাস্ট ২০২৪ তারিখে চিঠি পাঠানো হয়। ডিআরডিও কর্তৃপক্ষ প্রশ্নের উত্তরে বলে ' প্রশ্নের স্পস্টতা রাজ্য সরকার দিতে পারে'।

২৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে জুনপুট মৎস্য খটির সভাগৃহে ডিআরডিও-র বিজ্ঞানীদের সাথে স্থানীয় মৎস্যজীবী এবং সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক হয়। বৈঠকে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, কাঁথি–১ ব্লক শাখা কমিটির সদস্য রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা এবং রামনগর–২ ব্লক শাখা কমিটির সভাপতি সুশান্ত বর উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংগঠনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানীদের ৮ দফা প্রশ্ন করেন।

বর্তমান পরিস্থিতি: ডিআরডিও-র পক্ষ থেকে প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।

মিসাইল উৎক্ষেপণ পরীক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশিকার প্রতিবাদে

ডিআরডিও-র অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর ফর ডাইরেক্টর, আইটিআর–এর পক্ষ থেকে দুই ফেজে ৬ দিনের জন্য মাছ ধরা বন্ধের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কারণ হিসেবে বলা হয় ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের পরীক্ষামূলক ফ্লাইট ট্রায়াল হবে তাই মাছধরা বন্ধের নির্দেশ। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৫ জুলাই ২০২৪ তারিখে ক্ষতিপূরণ ছাড়া মাছধরা বন্ধের নির্দেশিকা জারি করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয় সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক-কে। পরবর্তীতে পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে ২৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে ডিআরডিও-র অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর ফর ডাইরেক্টর, আইটিআর কে মাছধরা বন্ধের দিনগুলিতে দিনে এক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের আবেদন জানানো হয়।

মাছ ধরা বন্ধের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ডিআরডিও-র পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা বিভাগ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ফ্লাইট ট্রায়াল করেনি। এবং বন্ধের বিষয়ে কোন তথ্য উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের জানানো হয়নি।

বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ রক্ষা

লাগাতার ৫ বছর ধরে কাঁথি মহকুমার উপকূলভাগের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং খটি মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষার লড়াইয়ের ফলে পরিবেশ দফতর ২০২৩ সালে বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ ঘোষণা করে। বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ এলাকায় যাতে পর্যটক দ্বারা কোন উপদ্রব না হয় তাই, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১৪ জানুয়ারী অবধি বগুড়ানজালপাই, শৌলা এবং হরিপুর সমুদ্র সৈকতে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার এবং জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন জানানো হয়। বিরামপুট থেকে বগুড়ান জালপাই পর্যন্ত 'বায়োডাইভারসিটি হেরিটেজ' বিচে গাড়ি চলাচলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ২৯শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার এবং জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

ফলাফল: বন দফতরের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় এবং বিচে গাড়ি নামার রাস্তা বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়।

বনদফতর দ্বারা শৌচালয় নির্মাণে বাধা

বগুড়ান জালপাই-২ মৎস্য খটিতে মৎস্য দফতর ১১,৯১,৭১৫ টাকা ব্যয়ে শৌচালয় নির্মাণের কাজ শুরু করে। গত ৩ মাস ধরে নির্মাণ কাজ চলছে। গত ৩০ অগাস্ট বন দফতর কোনো লিখিত নোটিশ ছাড়া কাজ বন্ধ করে দেন। কাজ যাতে চালু করা যায় তার জন্য ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিটে কাঁথি রেঞ্জ আধিকারিকের সাথে

আলোচনায় বসা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বগুড়ান জালপাই-২ মৎস্য খটির সম্পাদক তথা কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া, খটি কমিটির দুই সদস্য রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা এবং শঙ্কর বর, গ্রাম সদস্য পার্থসখা মণ্ডল এবং দেবাশিস শ্যামল।

আলোচনার পরেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় 'কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নে'র পক্ষ থেকে "বগুড়ান জালপাই-২ মৎস্য খটিতে কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণে বাধা ও তার প্রতিকার"–এর দাবিতে ১৩ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে জেলাশাসকের নিকট এবং পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের পক্ষ থেকে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের কাছে আবেদন জানানো হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ডিভশনাল ফরেস্ট অফিসার সংগঠনের ৫ প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য আহ্বান করেন। ৫ প্রতিনিধি দলে ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি অমল ভূঞ্যা, সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস শ্যামল, উপদেষ্টা সদস্য শ্রীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া।

আলোচনার সারসংক্ষেপ: ৩০ মিনিটের বেশি সময় দুপক্ষের আলোচনা চলে। আলোচনার পরে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার বলেন "দফতরের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের থেকে অনুমতি না আসা পর্যন্ত আমি আপনাদের শৌচালয় নির্মাণে অনুমতি দিতে পারবো না। আপনারা যেমন ব্যবসা করছেন করুন বন দফতর বাধা দেবে না। কিন্তু, বনদফতরের জায়গায় স্থায়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে বন দফতরের অনুমতি লাগবে"।

ব্যান পিরিয়ড কার্যকর করা এবং মশারি জাল দিয়ে বাগদা মিন ধরা বন্ধের প্রতিকার:

মৎস্য দফতর থেকে সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন মাছধরা বন্ধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কাঁথি-১ ব্লকের অন্তর্গত জুনপুট মৎস্য খটির লায়ারা মাছ ধরছিলেন। সঙ্গে, কাঁথি মহকুমা উপকূল জুড়ে মশারি জাল দিয়ে বাগদা মিন ধরা চলছিল।

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ব্যান পিরিয়ড অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মশারি জাল দিয়ে মিন ধরা বন্ধে প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ২৮ মে ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়।

ফলাফল: সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের কার্যালয় থেকে কাঁথি মহকুমার ৫টি ব্লকের বিডিও এবং সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে মশারি জাল ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ জারি করে। জুনপুট মৎস্য খটিতে মাছধরা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরিকাঠামো উন্নয়ন

বগুড়ান জালপাই-১ নং মৎস্য খটিতে পানীয় জল, কমিউনিটি টয়লেট এবং রাস্তার জন্য কাঁথি ১ উন্নয়ন ব্লকের বিডিও এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিককে খটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের নিকট প্রস্তাব দেওয়া হয়। বগুড়ান জালপাই-২ মৎস্য খটির পক্ষ থেকে কমিউনিটি টয়লেট, মাছ শুকনোর চাতাল এবং খটি সংযোগকারী রাস্তার প্রস্তাব প্রদান করা হয়। শৌলা-১ মৎস্য খটির পক্ষ থেকে জাল বুনন কেন্দ্র এবং মাছ শুকনোর চাতালের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষ খবর : মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে বগুড়ান জালপাই-২ মৎস্য খটিতে কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ শুরু হয়েছে। নব্বই শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে বন দফতরের বাধার ফলে কাজ বন্ধ। রাস্তার কাজও দ্রুত শুরু করা হবে বলে মৎস্য দফতর থেকে জানানো হয়েছে।

সাফল্য:

দুই বছর পর মৎস্য দফতর থেকে ৬ জন ঠান্ডা বাক্স এবং ওজন যন্ত্র পেয়েছেন। সদস্য নবীকরণের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। মৎস্য দফতর থেকে ৬ জন খটি মৎস্যজীবী বেহুন্দি জাল পেয়েছেন। ৩টি নৌকার নিবন্ধীকরণের শংসা পত্র পাওয়া গেছে। নৌকা লাইসেন্স রেনুয়ালের জন্য ৬জনের আবেদন পত্র জমা করা হয়েছে।

নন্দকুমার ব্লক তমলুক মহকুমার অর্ন্তগত। নন্দকুমার উন্নয়ন ব্লকে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এর মধ্যে ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৬৫ জন, মহিলা সদস্য ৫৪ জন। নন্দকুমার ব্লকে অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের মৎস্যজীবীরা রয়েছেন। সামুদ্রিক মৎস্যজীবীরা হলদি নদীতে মাছ ধরেন। সংগঠনের মধ্যে মাছচাষি, মৎস্য ভেন্ডর, মাছ চাষে নিযুক্ত শ্রমিক এবং মৎস্য শিকারী রয়েছেন।

বার্ষিক সম্মেলন:

নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৯৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ৩২ জন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ সেক হাবিবুর রহমান, পঞ্চায়েত সদস্য সেক ফরিদ, সংগঠনের পক্ষ থেকে অমল ভূঞ্যা, দেবাশিস শ্যামল, ব্লক পর্যবেক্ষক আশিস পন্ডা এবং নন্দীগ্রাম-২ ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্ব চঞ্চল বর্মন উপস্থিত ছিলেন।

নন্দকুমার ব্লকের সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) বালিখাদানের ফলে নৌকা ও জালের ক্ষতি এবং নদীতে জাল ফেলার সমস্যা ২) চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও চিংড়ি চাষের বর্জ্য জল হলদি নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে ৩) গিরিরচক ঘাটকে ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার হিসেবে মৎস্য দফতর কর্তৃক চিহ্নিতকরণ ৪) গিরিরচক ঘাটের পরিকাঠামো উন্নয়ন ৫) মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড প্রদান করতে হবে ৬) গিরিরচক এবং মৈশালি মৌজায় ৫০-৬০ জন মৎস্যজীবী 'মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড' থেকে বঞ্চিত।

বালিখাদান বন্ধে পদক্ষেপ

নন্দকুমার ব্লকের অধীনে অনুমোদনপ্রাপ্ত বালিখাদানের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন জানানো হয়। বিএল এন্ড এলআরও উত্তরে জানায় “নন্দকুমার ব্লকের অন্তর্গত অনুমোদিত বালি খাদান নেই”।

নরঘাট ব্রিজ (মাতঙ্গিনী সেতু) লাগোয়া হলদি নদীতে অবৈধ বালি খাদান বন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ৪ জুলাই ২০২৪ তারিখে নন্দকুমার ব্লকের বিএল এন্ড এলআরও এবং বিডিও-কে তথ্য প্রমাণ সহযোগে অভিযোগ জানানো হয়।

গিরিরচক ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার হিসেবে দফতরের চিহ্নিত করন:

গিরিরচক ঘাটকে ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করন এবং বেস অফ অপারেশনের তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য ২০২৩ সালের ২ মে নন্দকুমার ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। ৯ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারকের কার্যালয় থেকে কোনো ধরনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করার জন্য পুনরায় ৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে চিঠি দেওয়া হয়। ১২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার হিসেবে গিরিরচককে চিহ্নিত করনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়।

পরিকাঠামো উন্নয়ন

গিরিরচক ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারের সংযোগকারি রাস্তা মাটির। বর্ষা মরশুমে ল্যান্ডিং সেন্টারে পৌঁছতে সমস্যায় পড়তে হয়। এলাকার মৎস্যজীবীদের দাবি মত বিডিও অফিসে পাকা রাস্তা নির্মাণের দাবি জানানো হয়। পরবর্তীতে ১৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে কমল মণ্ডল এবং ২৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে মানিক লেইয়া 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'কে অভিযোগ জানান।

ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ২৯/০১/২৪ তারিখে নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষের নিকট লিখিত প্রস্তাব দেওয়া হয়। নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্ব দীপক নাটুয়া, মানিক লেইয়া এবং সংগঠনের নেতৃত্ব জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য বলেন।

সর্বশেষ খবর: নন্দকুমার ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারের সংযোগকারী রাস্তা পরিদর্শন করে এবং রাস্তার মাপজোক করে। বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকরাও ল্যান্ডিং সেন্টার পরিদর্শন করেন।

চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে ফেলা বন্ধে পদক্ষেপ

চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বর্জ্য জল এবং নদীর পাড়ের চিংড়ি চাষের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে পড়ার ফলে নদীর জল দূষিত হচ্ছে। মাছের প্রজননে বাধা এবং নদীতে মাছ কমে যাচ্ছে। এই সকল সমস্যার সমাধানে নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। গণ স্বাক্ষর সম্বলিত দাবি নন্দকুমার ব্লকের বিডিও-র নিকট জানানো হয়। গণ স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদনের প্রেক্ষিতে নন্দকুমার ব্লকের আধিকারিকগণ এলাকা পরিদর্শনে আসেন। প্রশাসনের পরিদর্শন দলকে এলাকা ঘুরিয়ে দেখান ব্লক নেতৃত্ব মানিক লেইয়া।

মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড

গিরিরচক ও মইশালি মৌজার মৎস্যজীবীরা দুয়ারে সরকারে মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন করলেও ৫০-৬০জন মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড পাননি। আবেদনকারিরা যাতে নিবন্ধীকরণ কার্ড পান তার জন্য ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বিডিও-কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সাফল্য:

নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্বদের সাথে ব্লক প্রশাসনের নিয়মিত যোগাযোগের ফলে “মাকালি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী” এবং “মা শীতলা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী” মৎস্য দফতর থেকে মাছ চাষের জন্য সহায়তা পেয়েছেন। মা কালি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী মাছের চারা ৮৫কেজি, হাঁড়ি ২টি সহ অন্যান্য সহায়তা পেয়েছেন। “মা শীতলা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী” প্রথম দফায় ১২০০ শিঙ্গি মাছের চারা, ২টি হাঁড়ি সহ অন্যান্য সহায়তা এবং দ্বিতীয় দফায় শিঙ্গি ও মাগুর মিলিয়ে ১২০০ চারা, দুটি হাঁড়ি ও অন্যান্য সহায়তা পেয়েছে।

মৎস্য দফতরের সামুদ্রিক বিভাগ থেকে ৫জন মাছ ব্যবসায়ী ও নৌকা মালিক ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র পেয়েছেন। নন্দকুমার বিডিও অফিস থেকে ১জন মৎস্যজীবী ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র পেয়েছেন। ১৪জন নৌকা মালিক নৌকা নিবন্ধীকরণ শংসা পত্র হাতে পেয়েছেন।

নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্বদের প্রচেষ্টায় ময়না ব্লকের মানুয়াখালি এবং চন্ডিপুর ব্লকের মৎস্যজীবীদের সংগঠনের সদস্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে।

ময়না ব্লক তমলুক মহকুমার অন্তর্গত। ময়না ব্লকের অধীন ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সংগঠন কেবল ৫টি গ্রাম

পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ২৮৯, মহিলা সদস্য সংখ্যা ৯৮জন। ময়না ব্লক সামুদ্রিক বিভাগের মধ্যে থাকলেও তা যৎসামান্য। মুলতঃ অভ্যন্তরীণ মৎস্য ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। সদস্যদের মধ্যে মাছচাষি, মাছচাষে নিযুক্ত শ্রমিক, মৎস্য ভেন্ডর এবং নৌকায় নিযুক্ত মৎস্যকর্মী রয়েছেন।

বার্ষিক সম্মেলন:

ময়না ব্লক শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ১/৯/২০২৪ তারিখে শ্রীধরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বছর গুলির তুলনায় বর্তমান বছরে সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সম্মেলনে ৪৪জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে মহিলা সদস্য ১৪ জন। সম্মেলনে নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা এবং অমল ভূঞ্যা।

ময়না ব্লকের সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) শ্রীধরপুর মৌজায় বিদ্যুতের ভোল্টেজ স্বল্পতার স্থায়ী সমাধান করা ২) বেনিয়াখাল, জলনিকাশি নালা এবং চণ্ডিয়া নদী সংস্কার ৩) শ্রীধরপুর ও রায়চক মৌজায় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান ৪) ক্ষুদ্র মাছচাষিদের 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড' প্রদান ৫) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছোট মাছচাষিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ৬) সংগঠনের সাথে যুক্ত মাছচাষিরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ৭) মাছের খাবার এবং মাছচাষের সরঞ্জামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

পদক্ষেপ:

বিদ্যুতের ভোল্টেজ স্বল্পতার স্থায়ী সমাধান

রামচক গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শ্রীরামপুর মৌজায় বিদ্যুতের ভোল্টেজ-সল্পতা থেকে স্থায়ী প্রতিকারের জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০২৪ তারিখে ময়না পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়। ১মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোন সদর্থক পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ না করায় জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়। পরবর্তীতে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' –কে ১১ই এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বিষয়টি জানানো হয়।

ফলাফল: সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানানোর ১ মাসের মধ্যে কাজ শুরু হয় এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছোট মাছচাষিদের ক্ষতিপূরণ প্রদান

২ অক্টোবর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টির ফলে ময়না ব্লকের ছোট মাছচাষিদের পুকুর ভেসে যায়। তারফলে এলাকার মাছচাষিরা ক্ষতির স্বীকার হন। সংগঠনের ৩৪জন সদস্য ব্লক প্রশাসনের হেনস্থা ও হয়রানি স্বত্বেও ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন জানান।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক আবেদনকারী মাছচাষিদের নামের তালিকা সংগঠনকে দিতে বলেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ৩১ শে অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

সভাধিপতির পক্ষ থেকে কিধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে সংগঠন অবগত নয়। ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার কারণ "তথ্যের অধিকার আইনের" মাধ্যমে ২৭।০৬।২০২৪ তারিখে জেলা শাসকের নিকট আবেদন জানানো হয়। জবাবে জেলা শাসক জানান "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ ঘোষিত হয়নি"।

মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড না পাওয়া

১৩জন ছোট মাছচাষি মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার জন্য (০৩/১১/২০২২) বিডিও অফিসে আবেদনপত্র জমা করেন। ১৯মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোন সর্বশেষ খবর না মেলায় ময়না ব্লকের বিডিও-কে চিঠি করা হয়।

আধিকারিকের বক্তব্য: ময়না ব্লকের এফইও বলেন ব্লক অফিস থেকে আপনাদের আবেদন পত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল যথা সময়ে। ব্যাঙ্কের গাফিলতি রয়েছে। এফইও বলেন দীর্ঘদিন হয়েগেছে তাই নতুন করে আবেদন করুন। আমি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবো।

স্মারকলিপি প্রদান

ময়না ব্লকের ৬ দফা দাবি সম্বলিত (বেনিয়াখাল, জলনিকাশিনালা এবং চন্ডিয়া নদী সংস্কার, মাছের খাবার এবং মাছচাষের সরঞ্জামের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ, ক্ষুদ্র মাছচাষিদের মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড প্রদান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, শ্রীধরপুর মা শীতলা এবং রায়চক মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠিকে সরকারি প্রকল্পের আওতায় আনা, তথ্যর আদা-প্রদান এবং দফতর কর্তৃক মৎস্যজীবীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশিকা মৎস্যজীবীদের স্বার্থে সাধারণ মৎস্যজীবী ও সংগঠনের নজরে আনা) স্মারকলিপি ২রা জুলাই ২০২৪ তারিখে ময়না পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন তমাল তরু দাস মহাপাত্র, অমল ভূঞ্যা, রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা, ব্লক শাখা কমিটির সভাপতি ভুবন ভঞ্জ এবং সম্পাদক নারায়ণ মাইতি।

সর্বশেষ খবর : স্মারকলিপি প্রদানের পর দুটি গ্রুপকে মাছচাষের সরঞ্জাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

বেনিয়াখাল, জলনিকাশি নালা এবং চণ্ডিয়া নদী সংস্কার

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে ময়না ব্লকের অন্তর্গত বেনিয়াখাল, জলনিকাশি নালা এবং চন্ডিয়া নদী সংস্কারের জন্য (৫ই জানুয়ারি ২০২৪) জেলা শাসক এবং সভাধিপতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ এবং মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নিকট চিঠি দেওয়া হয়। ২৩/৯/২০২৪ তারিখে ময়না ব্লক শাখা কমিটির সভাপতি ভুবন ভঞ্জ 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র দফতরে সমস্যার সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

নন্দীগ্রাম–১ ব্লক হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত। নন্দীগ্রাম-১ ব্লকে ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে, এর মধ্যে ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩৩৫জন, যার মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ৬৯জন। সদস্যগণ সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। মাছধরার এলাকা- হলদি, হুগলী এবং বঙ্গোপসাগর। সদস্যদের মধ্যে নৌকায় নিযুক্ত শ্রমিক, জাল বুননকারি এবং মৎস্য ভেন্ডর রয়েছেন।

বার্ষিক সম্মেলন

নন্দীগ্রাম–১ ব্লকের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা নাকচিরাচর গ্রামে ১ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৯৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, এরমধ্যে ২৮জন মহিলা সদস্য ছিলেন। সম্মেলনে নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা, অমল ভূঞ্যা, সাহিদা বিবি এবং শ্রীকান্ত দাস। আগামী ১ বছরের জন্য ব্লক শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নন্দীগ্রাম–১ ব্লকের সমস্যা ও দাবি: ১) বার্জ ও জাহাজ দ্বারা জালের ক্ষতি বন্ধ ২) কেন্দ্যামারি এবং কাঁটাখালি ঘাটে পানীয় জলের সমস্যা ৩) মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড সংশোধন ৪) ব্যান পিরিয়ড অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মশারি জাল দিয়ে মীন ধরা বন্ধ ৫) সমুদ্র সাথি প্রকল্পের বাস্তবায়ণ ৬) মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড না পাওয়া ৭) কোস্টগার্ড দ্বারা জাল-নৌকার ক্ষতি বন্ধ করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ৮) বালিখাদান বন্ধ করা ৯) নদীতে বেহুন্দি জালের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ ১০) নৌকা রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতির সরলীকরণ।

পদক্ষেপ:

১) "ব্যান পিরিয়ড কার্যকর এবং ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধে পদক্ষেপ অত্যাবশ্যক" এই দাবিতে (৩।৬।২০২৪) সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের হস্তক্ষেপ প্রার্থণা করা হয়।

২) আজাদ খান মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ড না পাওয়ার প্রতিকারের দাবিতে ৪ জুন ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। ২৫দিনের বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের ফলে সংগঠন পুনরায় ১লা জুলাই ২০২৪ তারিখে মৎস্য অধিকর্তা-কে বিষয়টি জানানো হয়। মৎস্য অধিকর্তা দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। মৎস্য দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

সর্বশেষ খবর : ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে আবেদনকারীর নৌকা পরিদর্শন করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে মৎস্যজীবী ক্রেডিট পাওয়া যাবে বলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানিয়েছেন।

৩) কাঁটাখালি এবং কেন্দ্যামারি ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারের সংযোগকারি রাস্তা এবং পানীয় জলের প্রস্তাব (০৭/০৮/২০২৪) সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট প্রদান করা হয়েছে।

৪) ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর স্পিডবোট দ্বারা মৎস্যজীবীর জাল ক্ষতির প্রতিবাদ ও জালের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ১৩/০৮/২০২৪ তারিখে কমান্ডার, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট চিঠি দেওয়া হয়।

ফলাফল: উপকূলরক্ষী বাহিনী বর্তমানে মৎস্যজীবীদের সাথে ভালো ব্যবহার করছেন। উপকূলরক্ষী বাহিনীর স্পিড বোটের যাতায়াতের রাস্তায় মৎস্যজীবীদের জাল পড়লে জালের উপর দিয়ে না গিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। এরফলে মৎস্যজীবীদের জালের কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

সাফল্য: দীর্ঘ ২ বছর পর ১০ জন নৌকা মালিক এবং মৎস্য ভেন্ডর মৎস্য দফতর থেকে ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র পেয়েছেন। ২১টি নৌকার লাইসেন্স রেনুয়ালের আবেদন পত্র জমা করা হয়েছে, এরমধ্যে ৯টি লাইসেন্সের শংসা পত্র হাতে পেয়েছে।

সুতাহাটা ব্লক হলদিয়া মহকুমার অধীন। সুতাহাটা ব্লকের অন্তর্গত ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এরমধ্যে ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংঠন ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩৪২জন, মহিলা সদস্য সংখ্যা ৬০জন। সংগঠনে মুলতঃ সামুদ্রিক ক্ষেত্রের মৎস্যজীবী রয়েছেন। এই ব্লকের মৎস্যজীবীরা হুগলী নদী ও বঙ্গোপসাগরে মাছধরেন। অল্প সংখ্যায় অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্রের মৎস্যজীবীরাও সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। সদস্যদের মধ্যে মাছ চাষি, নৌকায় নিযুক্ত মৎস্যকর্মী এবং মৎস্য ভেন্ডর রয়েছেন।

বার্ষিক সম্মেলন

সুতাহাটা ব্লক শাখার পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন ১৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে এড়িয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৯৩জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ১৮জন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি ঝুম্পা কালসা, কর্মাধ্যক্ষ, সুতাহাটা পঞ্চায়েত সমিতি, পৃথ্বিরাজ বিশ্বাস, এফইও, সুতাহাটা ব্লক, মনমিতা দাস, গ্রাম সদস্য, শ্যামল কুমার মন্ডল, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য, এবং সংগঠনের নেতৃত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দীপক নাটুয়া, গৌতম বেরা, শ্রীকান্ত দাস এবং অমল ভুএ্যা।

সুতাহাটা ব্লক শাখার সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) হলদিয়া এবং কলকাতা বন্দরে যাতায়াতকারি তেল ও ছাই বহনকারি বার্জ গুলির দ্বারা জাল-নৌকার ক্ষতি বন্ধ করা ২) তদন্তের নাম করে কোস্টগার্ড দ্বারা হয়রানি বন্ধ ৩) ব্যান পিরিয়ড কার্যকর করা ৪) শালুকখালিতে জেটি নির্মানের প্রস্তাব অবিলম্বে বিবেচনা করতে হবে ৫) ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ৬) ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের 'মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড' প্রদান ৭) ইলেকট্রিক শক দিয়ে মৎস্যশিকার বন্ধ করতে হবে ৮) নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা।

পদক্ষেপ

ইলেকট্রিক শক দিয়ে মাছ ধরা বন্ধে পদক্ষেপ

স্থানীয় মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষ করে নয়াচর দ্বীপের সন্নিকটস্থ এলাকাতে ইলেকট্রিক শক দিয়ে মৎস্য শিকার করছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি নৌকা। ধ্বংসাত্মক এই পদ্ধতিতে যে সকল দুষ্কৃতকারী মাছ ধরছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী। সংগঠনের পক্ষ থেকে নয়াচর দ্বীপের সন্নিকটস্থ এলাকাতে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারে যুক্ত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আশু ও যথাযোগ্য প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৬ জানুয়ারী ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা সামুদ্রিকের নিকট চিঠি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সংগঠনের নেতৃত্বরা সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের সাথে সাক্ষ্যাৎ করে কঠোর পদক্ষেপ দাবি করেন।

নদী দূষণ নিয়ন্ত্রণ

নয়াচর সংলগ্ন এলাকাতে যে-সকল ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী নৌকা নিয়ে মৎস্য শিকার করে থাকেন তাঁরা বেশ কিছু দিন ধরে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হচ্ছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুর ডিভশনাল ফরেস্টের তত্ত্বাবধানে নয়াচর দ্বীপে ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর পর কালো রঙের পট গুলোকে সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছিল। দফতরের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য নদীতে দূষণ এবং ওই এলাকায় মৎস্যজীবীদের জাল ফেলতে সমস্যা হচ্ছিল। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি তথ্য প্রমাণ সহযোগে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের নজরে আনা হয়।

সুতাহাটা ব্লক এবং হলদিয়া পৌরসভার মৎস্যজীবীরা হুগলী নদীতে মাছধরেন। বর্তমানে হুগলী নদীর স্বাস্থ্য বিপজ্জনক। কারণ, পেট্রোকেমিক্যাল সহ একাধিক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে হুগলী নদী সংলগ্ন এলাকাতে। হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য জল সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে। হুগলী নদীতে মাছ প্রজননে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে নদী দূষণ। সংগঠনের আবেদনে ডিএমএফ-এর পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। সরজমিনে বিষয়টি দেখার জন্য সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল পাতিখালি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য শান্তনু চক্রবর্তী, ক্ষুদিরাম সেন্ট্রাল কলেজের তিন ছাত্র। নেতৃত্বদেন স্থানীয় মৎস্যজীবী রবীন্দ্রনাথ পাত্র।

সর্বশেষ খবর: মৎস্যজীবীদের পর্যবেক্ষন হল সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়ার পর বন দফতর নদীতে পটগুলো ফেলা বন্ধ করে দেয়। হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের দূষণ এবং নদীর উপর তার প্রভাব বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম কাজ করছে।

ব্যান পিরিয়ড কার্যকর

সুতাহাটা ব্লক এবং হলদিয়া পৌরসভার অন্তর্গত রূপনারায়নচক, ঝিকুরখালি, বাহারডাব, রায়নগর, বেগুলাবেড়্যা, ফকিরচক, পাতিখালি, মতিরামচক এবং শালুকখালি ঘাটে ব্যান পিরিয়ড অমান্যকরা এবং মশারি জাল দিয়ে মাছ ধরা লেগেই থাকে। ১৭ মে ২০২৪ তারিখে ব্যান পিরিয়ড কার্যকর করার আবেদন সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, মহকুমা শাসক এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট চিঠি দেওয়া হয়।

ফলাফল: সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক দুজন নৌকা মালিককে শোকজ করে এবং নৌকার লাইসেন্স ৩ মাসের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়।

প্রস্তাবিত শালুকখালি জেটি

কোলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট শালুকখালিতে জেটি নির্মানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবিত শালুকখালির জেটি বাস্তবায়ণ হলে এলাকার শতাধিক মাছধরা নৌকা এবং কয়েক হাজার মৎস্যজীবীর জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই বিষয়ে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত শালুকখালি জেটি এলাকা পরিদর্শন করে। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলা হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৪ অগাস্ট ২০২৪ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ মুখ্যার্জী পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং ১২ অগাস্ট ২০২৪ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের জাহাজ মন্ত্রীকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সমস্যাগুলি নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়।

সাফল্য: সংগঠনের প্রচেষ্টায় ৬জন নৌকা মালিক ঠান্ডাবাক্স ও ওজন যন্ত্র পেয়েছে। ব্লক শাখা কমিটির নেতৃত্বের লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে ৪জন (গোপাল দাস, দিলীপ মন্ডল, রনজিৎ দাস বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক, কুকড়াহাটি শাখা এবং রঘুনাথ সিংহ রায়, স্টেট ব্যাঙ্ক ইন্ডিয়া, হলদিয়া শাখা) নৌকা মালিক মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড পেয়েছেন। সন্দীপ মন্ডল, ৪৫ কেজি মাছের চারা, ৩১৫কেজি মাছের খাবার, ১৫০কেজি চুন পেয়েছেন। ১ জন মাছচাষি ছোট জলাশয়ে মাছ চাষ প্রকল্পে ৫০০০টাকা পেয়েছেন। ১ জন মৎস্য ভেন্ডর সাইকেল ও হাঁড়ি পেয়েছেন। ১২টি নৌকার নিবন্ধীকরণ হয়েছে। ২৬ টি নৌকার লাইসেন্স রেনুয়াল দফতরে জমা করা হয়েছে, এর মধ্যে ২২টি লাইসেন্সের শংসা পত্র নৌকা মালিকরা হাতে পেয়েছে।

মহিষাদল ব্লক হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত। মহিষাদল উন্নয়ন ব্লকের অধীন ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। যার মধ্যে সংগঠন ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৪৩৭জন, এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ১৩০জন। সংগঠনের সদস্যগণ সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। মহিষাদল ব্লকের মৎস্যজীবীরা রূপনারায়ণ নদী, হুগলী নদী, হলদী নদী এবং বঙ্গোপসাগরে মাছধরেন।

বার্ষিক সম্মেলন

মহিষাদল ব্লক শাখার তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ১০ জুন ২০২৪ তারিখে পঞ্চলিলা গেস্ট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৪৪জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে ৪২জন মহিলা সদস্য। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সেক আহমেদ, ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক দেবব্রত বিশ্বাস এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম বেরা। আগামী ১ বছরের জন্য কার্যকরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মহিষাদল ব্লকের সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) মৎস্যজীবী নিবন্ধীকরণ কার্ডের ভুল সংশোধন ২) নাটশাল ঘাটে যাতায়াতের রাস্তা সংস্কার ৩) বালুঘাটা থেকে তেরপেখ্যা পর্যন্ত ৪টি অবৈধ বালুখাদানের ফলে মৎস্যজীবীদের হয়রানি ৪) নদী পারাপারের ভেসেল দ্বারা মাছ ধরার সমস্যা ৫) হুগলী নদীর ড্রেজিং -এর মাটি রূপনারায়ণ নদীর মুখে ফেলা বন্ধ করতে হবে ৬) সমুদ্র সাথি প্রকল্পে অমৎস্যজীবীদের অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না ৭) সমুদ্র সাথি প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা প্রকাশ করতে হবে ৮) চিংড়ি চাষের বর্জ্য জল সরাসরি হলদী নদীতে ফেলা বন্ধ করতে হবে ৯) রূপনারায়ণ নদীতে চড়া পড়ার ফলে নদীতে জাল ফেলার সমস্যা, তাই নদী সংস্কারের প্রয়োজন ১০) তাম্রলিপ্ত পৌরসভা উত্তর শঙ্করআড়া মৌজায় নদীর পাড়ে পৌর বর্জ্য ডাম্পিং করা বন্ধ করতে হবে ১১) ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড দিতে হবে।

পদক্ষেপ

মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড: মায়াচর গ্রামের বাসিন্দা প্রতিমা সাঁতরা মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড পাওয়ার জন্য আবেদন জানান। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, অমৃতবেড়িয়া শাখার 'শাখা প্রবন্ধক' দ্বারা প্রতিমা সাঁতরা হয়রানির স্বীকার হন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সিইও, এফএফডিএ -কে চিঠি লেখা হয়। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে প্রতিমা সাঁতরাকে ডেকে পাঠানো হয়। মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

স্মারকলিপি প্রদান

মহিষাদল ব্লক শাখার পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি (রূপনারায়ণ নদী সংস্কার, নদী নির্ভর মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিত করার এবং নদীর জীববৈচিত্র্য ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, হলদি নদীর দূষণ রোধ-সহ বালি খাদান বন্ধ এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিত করা, নদীতে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় বেহুন্দী ও মশারি জালের ব্যবহার বন্ধ করা, ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বেস অফ অপারেশনগুলি তালিকাভুক্ত করা, জীবিকা সহায়তা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ণ এবং হলদিয়া ও কলকাতা বন্দরে আসা পণ্যবাহী জাহাজের নেভিগেশন রুট নির্দিষ্ট করা এবং ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের ক্ষতি বন্ধ করা) সম্বলিত স্মারকলিপি মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতি শিউলী দাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপি প্রদানের সময় মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধক্ষ্য এবং ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে নেতৃত্বদেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সভাপতি শ্রী অমল ভূএ্যা।

সাফল্য: সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে ২২ জন নৌকা মালিক ও মৎস্য ভেন্ডর ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র পেয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সমুদ্র সাথি প্রকল্পে ২০০জন মৎস্যজীবীর আবেদন ব্লকে জমা করা হয়েছে। ১৫জন নৌকা মালিক নৌকা নিবন্ধীকরণ শংসা পত্র হাতে পেয়েছেন। ৩৬টি নৌকার লাইসেন্স রেনুয়ালের আবেদন পত্র দফতরে জমা করা হয়েছে, এর মধ্যে ৭টি নৌকার লাইসেন্সের শংসা পত্র নৌকা মালিকরা হাতে পেয়েছেন।

দেশপ্রাণ ব্লক কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত। দেশপ্রাণ ব্লকের অধীন ৮টি ব্লক রয়েছে। এর মধ্যে সংগঠন ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের ১৫৬ জন মৎস্যকর্মী সংগঠনের সদস্য পদ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে মহিলা সদস্য ৬৩ জন। সদস্যদের মধ্যে মাছ বাছুনী, মৎস্য ভেন্ডর, নৌকায় নিযুক্ত মৎস্য কর্মী এবং খটি শ্রমিক রয়েছেন।

বার্ষিক সম্মেলন

দেশপ্রাণ ব্লক শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন ভোগপুর মৎস্য খটির কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১০৫জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৪৪জন মহিলা সদস্য। সম্মেলনে নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছেলেন কাঁথি মহকুমা খটি মহকুমা মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া।

সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) ব্যান পিরিয়ডের আওতায় ট্রলিং ফিশিংকে ১২০দিন আনতে হবে ২) ভোগপুর মৎস্য খটিতে নৌকা রাখার সমস্যা ৩) কনাইচট্টা মৌজার অন্তর্গত খাল থেকে মাটি কাটা বন্ধ করতে হবে ৪) ভোগপুর মৎস্য খটির পানীয় জলের সমস্যা রয়েছ।

পদক্ষেপ

দারিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কানাইচট্টা মৌজায় একটি লজ নির্মান হচ্ছে। সেই লজ এলাকার মাটি ভরাটের জন্য মৎস্যজীবীদের নৌকা রাখার জায়গা এবং খাল পাড় থেকে জেসিবি দিয়ে মাটি কেটে লজ এলাকা ভরাটের কাজ চলছিল। কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২১ মে ২০২৪ তারিখে মহকুমা

শাসক ও কোস্টাল জোন ম্যানেজম্যান্ট অথরিটি কে তথ্য প্রমাণ সহ অভিযোগ জানানো হয়। পরবর্তীতে ২৮ মে ২০২৪ তারিখে কাঁথি মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়।

মহকুমা শাসক ১১ জুন দেশপ্রাণ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক-কে তদন্তের নির্দেশ দেন। ১০ জুলাই শুনানির জন্য সব পক্ষকে ডাকা হয়। শুনানিতে কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া অংশগ্রহণ করেন।

সর্বশেষ খবর: শুনানির পর কিছু দিনের জন্য কাজ বন্ধ ছিল। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে জানা যাচ্ছে লজ নির্মানের কাজ নতুন করে শুরু হয়েছে।

সাফল্য: সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে মৎস্য দফতরের সামুদ্রিক বিভাগ থেকে ১১ টি ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র ইলিশ কারবারে যুক্ত মৎস্যকর্মী এবং মৎস্য ভেন্ডররা পেয়েছেন। ১জন নৌকা মালিকের নৌকা নিবন্ধীকরণ হয়েছে। ১জনের নৌকা লাইসেন্স রেনুয়লের আবেদন পত্র দফতরে জমা করা হয়েছে।

খেজুরী ২ ব্লক কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত। খেজুরী ২ ব্লকের অন্তর্গত ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। সংঠন ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে। সংগঠনের সদস্যগন সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৩৭৬জন। এর মধ্যে মহিলা সদস্য রয়েছেন ৬৩জন। সস্যদের নৌকা মালিক, নৌকায় নিযুক্ত মৎস্যকর্মী, খটি শ্রমিক ও মাছ বাছুনী রয়েছেন।

সমস্যা ও দাবিগুলি হল: ১) পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি, কাউখালি মৎস্য খটি, ওয়াসিলচক মৎস্য খটি, থানাবেড়্যা মৎস্য খটি এবং অরকবাড়ি মৎস্য খটির সংযোগকারি রাস্তা পাকা করতে হবে ২) খটির ব্যবহারকারি জায়গা খটি কমিটিকে ব্যহারিক স্বত্ব প্রদান করতে হবে ৩) পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটিতে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করতে হবে ৪) সমুদ্র সাথি প্রকল্পের বাস্তবায়ণ করতে হবে।

পদক্ষেপ

খটি কমিটিগুলি থেকে একাধিকবার সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট খটির সংযোগকারি রাস্তা পাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে থানাবেড়্যা এবং পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটির রাস্তা কংক্রিটের দাবিতে খেজুরী ২ ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থকে মৎস্য দফতর এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। খটির অন্যান্য পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিও জানানো হয়।

সর্বশেষ খবর: পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি, কাউখালি মৎস্য খটি এবং ওয়াসিলচক মৎস্য খটির রাস্তা কংক্রিট করার প্রস্তাব দফতর গ্রহণ করেছে। পুজার পর রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক।

৩ দফা দাবি (সমুদ্র সাথি প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ণ করতে হবে, খেজুরী ২ ব্লকের সমস্ত মৎস্য খটির ব্যবহৃত জমির সীমানা নির্ধারণ করে খটি কমিটিকে ব্যবহারিক স্বত্ব প্রদান করতে হবে এবং খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে) সম্বলিত স্মারকলিপি খেজুরি-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট প্রদান করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি তুলে দেন চন্দনা প্রধান।

সাফল্য: সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে ২১টি বেহুন্দী জাল পাওয়া গেছে। ইলিশ কারবারের সাথে যুক্ত ৩০জন ঠান্ডা বাক্স পেয়েছেন। ৮জন নৌকা মালিক নৌকা নিবন্ধীকরণ শংসা পত্র হাতে পেয়েছেন। ২৫ জনের নৌকা লাইসেন্স রেনুয়ালের আবেদন পত্র দফতরে জম করা হয়েছে, এর মধ্যে ১১জন নৌকা মালিক রেনুয়ালের শংসা পত্র হাতে পেয়েছেন। কাউখালি মৎস্য খটিতে মাছ শুকনোর কংক্রিটের চাতাল হয়েছে। পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি এবং ওয়াসিলচক মৎস্য খটিতে পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

রামনগর ২ ব্লক কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত। রামগর-২ ব্লকের অন্তর্গত ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংগঠনের সদস্য রয়েছে। সংগঠনের সদস্যরা সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১১৮জন। মহিলা সদস্য সংখ্যা ৪১জন। সদস্যদের মধ্যে নৌকায় নিযুক্ত মৎস্যকর্মী, মাছ বাছুনী-শুকুনী এবং খটি শ্রমিক রয়েছেন।

দাদনপাত্রবাড় মৎস্য খটি অফিস থেকে সমুদ্র ধার পর্যন্ত রাস্তা কংক্রিটের করার দাবি দীর্ঘদিনের। ব্লক শাখা কমিটির পক্ষ থেকে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তীতে 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র দফতরে জানানো হয়। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানতে পারা যাচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রস্তাবিত রাস্তা পরিদর্শন করেছেন এবং রাস্তার মাপ নিয়েছেন।

সাফল্য: সংগঠনের প্রচেষ্টায় মৎস্য দফতর থেকে ৮জন নৌকা মালিক ঠান্ডা বাক্স পেয়েছেন। ১জন বেহুন্দী জাল পেয়েছেন। নৌকা নিবন্ধীকরণের জন্য ৬জনের আবেদন দফতরে জমা করা হয়েছে।

পটাশপুর ১ ব্লক এগরা মহকুমার অন্তর্গত। পটাশপুর ১ ব্লকে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এরমধ্যে সংগঠন ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করতে পেরেছে। অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক ক্ষেত্রের মৎস্যজীবীরা সদস্য রয়েছেন। সংগঠনের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৩৭২ জন, মহিলা সদস্য ৪১জন। সদস্যদের মধ্যে নৌকায় নিযুক্ত মৎস্যকর্মী, মৎস্যচাষি, মহিলা মৎস্যকর্মী এবং মৎস্য ভেন্ডর রয়েছেন।

রামনগর ১ ব্লক এবং হলদিয়া পৌরসভা মৎস্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু হয়েছে। রামনগর ১ ব্লকের সক্রিয় সদস্য সংখ্যা ৩২জন, মহিলা সদস্য ৫জন। হলদিয়া পৌরসভায় ৫০জন সদস্য রয়েছেন। এরমধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ৫জন। প্রত্যেক সদস্য সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত।

সংগঠনের প্রচেষ্টার ফলে রামনগর ১ ব্লকের ৪জন নৌকা মালিক মৎস্য দফতর থেকে ঠান্ডা বাক্স পেয়েছেন।

নন্দীগ্রাম ২ ব্লক হলদিয়া মহকুমার অন্তর্গত। নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের অধীন ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, যারমধ্যে সংগঠন ১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে রয়েছে। সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১৫৮জন, এর মধ্যে মহিলা সদস্য সংখ্যা ৫৮ জন।

সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে নৌকা মালিক, নৌকায় নিযুক্ত মৎস্যকর্মী, মৎস্য ভেন্ডর এবং মাছ চাষি রয়েছেন।

সাফল্য: সংগঠনের প্রচেষ্টায় ৪টি নৌকা নিবন্ধীকরণ হয়ছে। ৮জন নৌকা মালিক ঠান্ডা বাক্স ও ওজন যন্ত্র পেয়েছেন।

কেন্দ্রীয় উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাজের খতিয়ান:

স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি

সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্রে ব্যান পিরিয়ডের সময় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা জীবিকা সহায়তা, সঞ্চয় ও ত্রাণ প্রকল্প চালু, ট্রলিং ফিশিং ও ৪সিলিন্ডার যুক্ত নৌকার ক্ষেত্রে ব্যান পিরিয়ডের সময়সীমা ১২০দিনের দাবিতে ৪ জানুয়ারী ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক, ৮ জানুয়ারী রাজ্য মৎস্য দফতরে সংগঠনের দাবি পত্র কার্যকর করার জন্য চিঠি লেখেন।

পূর্ব মেদিনীপুরের সমস্ত মৎস্য খটির ব্যবহৃত জমির সীমানা নির্ধারণ করে খটি কমিটিকে ব্যবহারের স্বত্ত্ব প্রদান, কেলেঘাই নদী সংস্কার এবং নদীর পাড়ের অবৈধ ইটভাটা ও মাছের ভেড়িগুলি বন্ধ, ব্যান পিরিয়ড বৃদ্ধি ও জীবিকা সহায়তা প্রদান সহ কয়েকটি দাবি সংগঠনের পক্ষ থেকে ১১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরামের সম্পাদক সাহিদা বিবি।

দফতরের আধিকারিক (সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক) বদলের সাথে সাথে নৌকা নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স নবীকরণের প্রক্রিয়ায় বদল আনা হয়। অহেতুক নৌকা নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স নবীকরণের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের হয়রানী, নৌকা নিবন্ধীকরণ এবং লাইসেন্স নবীকরণে দূর্নীতি বন্ধের দাবিতে ৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে নেতৃত্বদেন কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি দেবব্রত খুঁটিয়া।

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন

মহিষাদল ব্লক শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয়ভাবে সাড়ম্বরে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস 'রবীন্দ্র পাঠাগারে' অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস অনুষ্ঠানের পূর্বে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের বিরুদ্ধে পাঁচ শতাধিক মৎস্যজীবী মহিষাদল শহরে মিছিল করে। মিছিলের স্লোগান ছিল "জল বাঁচাও, তট বাঁচাও, উপকূলের লোক বাঁচাও, ট্রলিং হঠাও, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবী বাঁচাও, নিবিড় চিংড়ি চাষ বন্ধ কর ইত্যাদি। মিছিল শেষে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসের মুল অনুষ্ঠান শুরু হয় রবীন্দ্র পাঠাগারে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকারের বিরুদ্ধে পোস্টার উদ্বোধন করা হয়। পোস্টার উদ্বোধন করেন জাতীয় মৎস্যজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক শ্রী প্রদীপ চ্যাট্যার্জী। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, মহিষাদল রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রী শুভময় দাস, ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রী দেবব্রত বিশ্বাস এবং মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সেক আহমেদ।

খটির জমির অধিকার

খটির জমির ব্যববহারিক স্বত্ব প্রদানের দাবিতে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক কে খটির জমির তথ্য সহযোগে চিঠি দেওয়া হয়।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সংগঠনের প্রতিনিধি দল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমতির কর্মাধ্যক্ষের সাথে আলোচনায় বসে। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় জেলা পরিষদের বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির সভায় খটির জমির ব্যববহারিক স্বত্ব প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হোক। খটির জমির অধিকার বিষয়ে বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করুক। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দুই সংগঠনের সভাপতি অমল ভূঞ্যা এবং দেবব্রত খুঁটিয়া, উপদেষ্টা সদস্য শ্রীকান্ত দাস, দেবাশিস শ্যামল এবং রবীন্দ্র নাথ ভূঞ্যা।

কর্মশালা

৯ মার্চ ২০২৪ তারিখে টাটা ইন্সিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সের বিপর্যয় ব্যবস্থাপণা বিভাগের ছাত্রদের সাথে মৎস্যজীবী নেতৃত্বের 'অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা' এবং দ্বিতীয়ার্ধে 'মেরিন ফিশিং রেগুলেশন অ্যাক্ট' বিষয়ে কর্মশালা। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন টাটা ইন্সিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সের ৫ছাত্র এবং দ্বিতীয়ার্ধে উপস্থিত ছিলেন সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিক শ্রী জয়ন্ত কুমার প্রধান।

২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে 'ব্লক ভিত্তিক সাংগঠনিক পর্যালোচনা' এবং দ্বিতীয়ার্ধে 'নিবিড় চিংড়ি চাষের প্রভাব' সম্পর্কে আলোচনা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অবিন দত্ত এবং সংগঠনের উপদেষ্টা সদস্য সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী।

খটি কর্মচারিদের বকেয়া সাম্মণিক প্রদান সংক্রান্ত

২০২৩-২৪ -এর ৫৫জন খটি কর্মচারির বকেয়া সাম্মানিক প্রদানের জন্য ১৪ জুন ২০২৪ তারিখে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের নিকট আবেদন জানানো হয়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সহ মৎস্য অধিকর্তা, সামুদ্রিকের

কার্যালয় থেকে উত্তরে জানানো হয়েছে "খটি কর্মচারিদের সাম্মানিক প্রদানের জন্য ১৩ই এপ্রিল ২০২৪ তারিখে 'মৎস্য অধিকর্তা'কে অর্থ অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং বারংবার দফতরে টেলিফোনিক মাধ্যমে এই বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।"

তথ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমে খটি কর্মচারিদের স্মমানিক প্রদানের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়। প্রশ্নের উত্তরে মৎস্য দফতর জানিয়েছে কবে নাগাদ সাম্মানিক প্রদান করা হবে সে বিষয়ে অবগত নন।

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর প্রয়োগ

অক্টোবর ২০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ অবধি ২৬ দফা আরটিআই করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য আরটিআই গুলোর মধ্যে তাজপুর গভীর বন্দর সংক্রান্ত, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা সংক্রান্ত, পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অন্তর্গত দূর্ঘটনা জনিত তথ্য, সমুদ্র সাথি প্রকল্প, মিসাইল লঞ্চিং প্যাড সংক্রান্ত এবং নন্দকুমার ব্লকে বালি খাদান সংক্রান্ত।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগঠনের তথ্য ভান্ডারে সংযুক্ত হয়েছে। বহু অজানা তথ্য সংগঠনের সদস্যগণ জানতে পারছেন।

"আমরা লাদাখবাসীর সাথে আছি, তাই আমিও উপবাসে"

সংবিধানের ষষ্ঠ তপসিলের অধীনে লাদাখকে (Ladakh) বিশেষ সুবিধা দান ও হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষার দাবিতে বেশ কয়েক মাস ধরেই সরব সোনম ওয়াংচুক। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অনশনে বসেন সোনম। তখনই তিনি জানিয়ে ছিলেন যে টানা ২১ দিন ধরে নিজের দাবি পূরণে অনশন করবেন। লাদাখবাসীর দাবিকে সমর্থণ এবং সোনম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে এক দিনের উপবাস কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংগঠনের অধিকাংশ ব্লকের নেতৃত্ব এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা প্রত্যেকে একদিন উপবাসে থাকেন।

লাদাখের আন্দোলনে সারা ভারত জুড়ে যে নাগরিক সমর্থন হয়েছিল তা প্রধানত শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে এবং বিশেষত মৎস্যজীবী মানুষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীরাই উল্লেখযোগ্যভাবে আন্দোলনের সমর্থনে উপবাসে অংশগ্রহণ করেন।

ব্যর্থতা

মহিলা অ্যাডহক কমিটির সভা ২০ ফেব্রুয়ারি হওয়ার পর আর কোনো সভা করা যায়নি। মহিলা মৎস্যকর্মীদের সংগঠিত করতে না পারা একটি বড় ব্যর্থতা। অধিকাংশ ব্লক শাখা কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। ব্লক শাখা কমিটিগুলির নিয়মিত মিটিং হয় না। নন্দীগ্রাম–২ এবং পটাশপুর–১ ব্লক শাখার বার্ষিক সম্মেলন করতে না পারা। মহিষাদল, খেজুরি–২, নন্দীগ্রাম–১, রামনগর–২, দেশপ্রাণ, পটাশপুর–১ এবং নন্দীগ্রাম–২ ব্লক গুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব। এই ব্লকগুলির কমিটিগুলির মধ্যে ব্লকের মৎস্যজীবীদের নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলির সমাধানে উদ্যোগে ঘাটতিও লক্ষণীয়। জেলাস্তরে নেতৃত্বের মধ্যে ব্লক স্তরের সমস্যা ও দাবিগুলি নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। অধিকাংশ ব্লক শাখা কমিটির সাথে ব্লক প্রশাসনের যোগাযোগের অভাব।

আগামী পরিকল্পনা

জলবায়ু বদলের পরিপ্রেক্ষিতে, অপরিকল্পিত ও অপরিণামদর্শী ভূমিব্যবহার যেভাবে দক্ষিণবঙ্গের এবং নির্দিষ্টভাবে আমাদের জেলার জলনিকাশিকে বিপন্ন করছে তাতে আমাদের জীবন-জীবিকা-স্বাস্থ্য প্রবল সংকটের মুখোমুখি।

তাই, সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এই বিষয়টিকে সার্বিক দাবি করে প্রচারাভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা। খটির জমির অধিকার আদায়ে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা। নিবিড় চিংড়ি চাষ বন্ধ। ময়না মডেলের পরিবর্তে সুসংহত সুস্থায়ী মৎস্য উৎপাদনে জোর দিতে হবে। নৌকা রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স সরলীকরণ করার জন্য দফতরের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কেলেঘাই নদী সংস্কার, নদীর পাড়ের অবৈধ ইটভাটা ও মাছের ভেড়ি গুলির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য চাপ তৈরি। ছাই ও তেল বহনকারী বার্জ দ্বারা জাল নৌকা ক্ষতি বন্ধ, প্রস্তাবিত শালুকখালি জেটি নির্মানের পরিকল্পনা বিবেচনা করা, জুনপুট মিসাইল উৎক্ষেপণ কেন্দ্র বাতিল, ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জলের অধিকার, ট্রলিং ফিশিং বন্ধ সহ খটিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব রাখছি। সাথে সাথে সংগঠনের যে দূর্বলতাগুলো আছে সেগুলোকে কাটিয়ে তোলার প্রয়াস নিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক কমিটি গঠন করে সংগঠন পরিচালনা করা এবং যে ব্লকগুলি অপেক্ষাকৃত দূর্বল, সেই ব্লকগুলির দূর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করে সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাথি,

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবি ফোরাম এবং কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবি ইউনিয়ন যৌথ্যভাবে ক্ষুদ্র ও চিরাচিরত মৎস্যজীবিদের জীবিকার অধিকার লড়াই চালিয়ে যাবে এই প্রত্যয় নিয়ে প্রতিবেদন শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে

গৌতম বেরা
সাধারণ সম্পাদক
কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবি ইউনিয়ন

দেবাশিষ শ্যামল
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবি ফোরাম

'পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম'

আয় ব্যয় হিসাব ২০২৩-২০২৪

১ অক্টোবর ২০২৩ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত

আয়		ব্যয়	
বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)	বিবরণ	পরিমাণ (টাকা)
০১/১০/২০২৩ তারিখে হাতে নগদ ছিল	১৫৫৬২.০০	হিসাব খরচ	১০০০.০০
০১/১০/২০২৩ তারিখে ব্যাংকে ছিল	২৮৭৬৯৭.০০	সাংগঠনিক কর্মসূচিতে খাওয়া খরচ	২৪০৯৫.০০
সদস্য চাঁদা বাবদ আয়	৩৫৬০৪.০০	যাতায়াত খরচ	২৮২৮০.০০
অনুদান পাওয়া গেছে	৩৮৩৫০.০০	ডাক খরচ	৭৬৪৮.০০
ব্যাংকে জমানো টাকা থেকে সুদ বাবদ আয়	৫২৯৫.০০	ছাপা খরচ	১৩৭৮.০০
		অফিস ষ্টেশনারী খরচ	৭৫৬৯.০০
		মিটিং আনুসঙ্গিক/সংবর্ধনা খরচ	৫০১৫.০০
		বিপন্ন সদস্যকে দান দেওয়া হয়েছে	২০০০.০০
		প্রয়োজনীয় তথ্য/নথি সংগ্রহ খরচ	৫০০.০০
		অন্যান্য খরচ	৪৫৪৫.০০
		ব্যাংক সার্ভিস চার্জ	১৪২.৪৯
		৩০/০৯/২০২৪ তারিখে ব্যাংকে জমা থাকল	২৯২৩৪৯.৫১
		৩০/০৯/২০২৪ তারিখে হাতে নগদ থাকল	৭৯৮৬.০০
মোট	**৩৮২৫০৮.০০**	**মোট**	**৩৮২৫০৮.০০**

গৌতম বেরা

গৌতম বেরা
সম্পাদক

বেলা ভূঞ্যা

বেলা ভূঞ্যা
কোষাধ্যক্ষ

কার্যকরী কমিটি ২০২৩-২০২৪

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

ক্রমিক নং	নাম	ব্লকের নাম
১	অমল ভূঞ্যা	মহিষাদল
২	সুশীল কুমার দাস	ময়না
৩	বিজলী গিরি	দেশপ্রাণ
৪	জ্যোৎস্না বর	কাঁথি-১
৫	বুলুরানী মেইকাপ	রামনগর-২
৬	গোকুল বাঁকুড়া	নন্দীগ্রাম-১
৭	চঞ্চল কুমার বর্মন	নন্দীগ্রাম-২
৮	দ্বিজেন্দ্র নাথ সিং	পটাশপুর-১
৯	মাধব ভূঞ্যা	ভগবানপুর-১
১০	ঝর্না মন্ডল	কোলাঘাট
১১	দীপক নাটুয়া	নন্দকুমার
১২	বেলা ভূঞ্যা	সুতাহাটা
১৩	ফাল্গুনী দাস	খেজুরী-২
১৪	সন্তোষ বর	রামনগর-১
১৫	সাহিদা বিবি	ডি এম এফ প্রতিনিধি
১৬	তমাল তরু দাস মহাপাত্র	ডি এম এফ প্রতিনিধি
১৭	দেবাশিস শ্যামল	ডি এম এফ প্রতিনিধি

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

ক্রমিক নং	নাম	ব্লকের নাম
১	গৌতম বেরা	কাউখালি মৎস্য খটি
২	পঞ্চানন প্রামাণিক	ওয়াসিলচক মৎস্য খটি
৩	চঞ্চল রায়	পূর্ব পাঁচুড়িয়া রায় মৎস্য খটি
৪	বুলাশ্যাম প্রামাণিক	পশ্চিম পাঁচুড়িয়া প্রধান মৎস্য খটি
৫	দেবব্রত খুঁটিয়া	বগুড়ান জালপাই ২ নং মৎস্য খটি
৬	চন্দন দাস	বগুড়ান জালপাই ১ নং মৎস্য খটি
৭	বিনোদ বিহারি মাইতি	নানাকার গোবিন্দপুর মৎস্য খটি
৮	অন্নপূর্ণা ধাপড়	অকরবাড়ি মৎস্য খটি
৯	সুব্রত পাত্র	থানাবেড়্যা মৎস্য খটি
১০	সুষেন মান্না	ডি এম এফ প্রতিনিধি

২০২৩-২০২৪ এর পদাধিকারী

পূর্ব মেদিনীপুর মৎস্যজীবী ফোরাম

নাম	পদ
অমল ভূঞ্যা	সভাপতি
দেবাশিস শ্যামল	সাধারণ সম্পাদক
তমাল তরু দাস মহাপাত্র	সম্পাদক
সাহিদা বিবি	সম্পাদক
দ্বিজেন্দ্র নাথ সিং	সম্পাদক
বেলা ভূঞ্যা	কোষাধ্যক্ষ

কাঁথি মহকুমা খটি মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

নাম	পদ
দেবব্রত খুঁটিয়া	সভাপতি
গৌতম বেরা	সাধারণ সম্পাদক
চঞ্চল রায়	সম্পাদক
সুষেন মান্না	সম্পাদক

২০২৩-২০২৪ এর ব্লক শাখা কমিটি

ভগবানপুর ১ ব্লক শাখা কমিটি		কোলাঘাট ব্লক শাখা কমিটি	
সাধন চন্দ্র পাল	সভাপতি	গনেশ মণ্ডল	সভাপতি
নিত্যগোপাল মণ্ডল	সহ-সভাপতি	সেক মফিজুল রহমান	সহ-সভাপতি
মুক্তা মণ্ডল	সম্পাদক	সুরজিৎ মল্লিক	সম্পাদক
বিবেক বর্মণ	সহ-সম্পাদক	প্রভাস মান্না	কোষাধ্যক্ষ
শঙ্কর বর্মণ	কোষাধ্যক্ষ	ঝর্ণা মণ্ডল	সদস্য
শক্তি মণ্ডল	সহ-কোষাধ্যক্ষ	আনন্দ মণ্ডল	সদস্য
নকুল মণ্ডল	সদস্য	শ্রীমন্ত ধাড়া	সদস্য

কাঁথি ১ ব্লক শাখা কমিটি		নন্দকুমার ব্লক শাখা কমিটি	
শঙ্কর বর	সভাপতি	গুরুপদ সিং	সভাপতি
সুভাষচন্দ্র মাইতি	সম্পাদক	সন্ধ্যা সিং	সহ-সভাপতি
জোৎস্না বর	কোষাধ্যক্ষ	দীপক নাটুয়া	সম্পাদক
মিনু মান্না	সদস্য	মানিক লেইয়া	সহ-সম্পাদক
চন্দন দাস	সদস্য	কমল মন্ডল	কোষাধ্যক্ষ
দীপক জানা	সদস্য	বাপি হাবড়	সদস্য
রবীন্দ্রনাথ ভূঞ্যা	সদস্য	দেবশঙ্কর জানা	সদস্য

খেজুরী ২ ব্লক শাখা কমিটি		রামনগর ২ ব্লক শাখা কমিটি	
পঞ্চানন প্রামানিক	সভাপতি	সুশান্ত বর	সভাপতি
সুব্রত পাত্র	সহ-সভাপতি	মাসুদা বিবি	সহ-সভাপতি

অন্নপূর্ণা ধাপড়	সম্পাদক	বুলারানী মাইকাপ	সম্পাদক
জ্যোতি মণ্ডল	সহ-সম্পাদক	শম্ভু বর	সহ-সম্পাদক
গৌতম বেরা	কোষাধ্যক্ষ	তরুলতা প্রধান	কোষাধ্যক্ষ
গৌরহরি প্রামাণিক	সদস্য	ধনঞ্জয় বারিক	সদস্য
শম্ভুরাম পাত্র	সদস্য	কল্পনা বর	সদস্য

সুতাহাটা ব্লক শাখা কমিটি	
অংশুমান মিদ্যা	সভাপতি
রবীন্দ্রনাথ পাত্র	সহ-সভাপতি
হারাধন দাস	সম্পাদক
বেলা ভূএ্যা	সহ-সম্পাদক
সরস্বতী পাইক	কোষাধ্যক্ষ
নির্মল দাস	সদস্য
রবীন দাস	সদস্য
সুনীল হালদার	সদস্য
মহফজিল মল্লিক	সদস্য

নন্দীগ্রাম ১ ব্লক শাখা কমিটি	
সহদেব মণ্ডল	সভাপতি
দেবকুমার পাল	সহ-সভাপতি
গোকুল বাঁকুড়া	সম্পাদক
ঊষা শ্যামল	সহ-সম্পাদক
শঙ্কর মাইতি	সদস্য
খোকন বাঁকুড়া	সদস্য
রাজু দাস	সদস্য
সাহিদা বিবি	জেলা কমিটির প্রতিনিধি

ময়না ব্লক শাখা কমিটি	
ভুবন ভঞ্জ	সভাপতি
প্রতাপ সিংহ	সহ-সভাপতি
নারায়ন মাইতি	সম্পাদক
মানসী মুড়া	সহ-সম্পাদক
দেবেন মন্ডল	কোষাধ্যক্ষ
কৃষ্ণা দাস	সদস্য
রামপদ মুড়া	সদস্য
সুশীল কুমার দাস	সদস্য
কাজল বেরা	সদস্য

মহিষাদল ব্লক শাখা কমিটি	
সেক কাদের	সভাপতি
শম্ভু পাল	সহ-সভাপতি
গৌর বেরা	সম্পাদক
আব্দুল জব্বর	সহ-সম্পাদক
ভীম সাউ	কোষাধ্যক্ষ
অমল ভূএ্যা	হিসাব রক্ষক
শ্রীদেবী কর ভূএ্যা	সদস্য
আমির হামজা	সদস্য
শ্রীকান্ত মান্না	সদস্য

দেশপ্রাণ ব্লক শাখা কমিটি	
প্রভাত বর	সভাপতি
আশিষ ওঝা	সহ-সভাপতি
সুষেন মান্না	সম্পাদক
আশিষ পন্ডা	সহ-সম্পাদক
বিজলি গিরি	কোষাধ্যক্ষ
দিলীপ জানা	সদস্য
শ্রীকান্ত গারু	সদস্য

প্রচ্ছন্ন উৎপাদন: ভারতে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিবেশের অবমাননা

সারসংক্ষেপ:

চিংড়ি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান সামুদ্রিক খাবার; আর বিগত এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চিংড়ির এই জোগানের অধিকাংশই আসে ভারত থেকে। কিন্তু এই আপাত সাফল্যের ছবিটি ফিকে হয়ে দাঁড়ায় যদি চিংড়ির উৎপাদন প্রক্রিয়ার দিকটি বিবেচনায় আনা হয় — কারণ এই উৎপাদন প্রক্রিয়া মুখ্যত জোরপূর্বক বা শোষণমূলক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল; এবং শ্রমিকরা যে কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হয় তা বিপজ্জনক, ঝুঁকিপূর্ণ ও অন্যায্য; তার ওপর যথাসম্ভব কম দামে চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে গিয়ে চিংড়ি উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবেশের ওপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে । এধরণের অন্যায্য ও বিধ্বংসী প্রক্রিয়াকরণের জন্য থাইল্যান্ড, চীন এবং বাংলাদেশের মতো দেশগুলি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে; অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিংড়ি আমদানির প্রায় চল্লিশ শতাংশ যেখান থেকে আসে সেই ভারতেই বিষয়টি অলক্ষিত থেকে গেছে, কারণ এযাবৎ এই বিষয়ে প্রকাশ্য নিরীক্ষণ সেভাবে সর্বসমক্ষে আনা হয়নি ।

হ্যাচারি থেকে চিংড়িচাষের খামার এবং সেখান থেকে প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র - এই সমগ্র পরিমণ্ডলগুলি নিয়ে ভারতে চিংড়ির যে সরবরাহ শৃঙ্খল তার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক ভাবে যেসমস্ত পদ্ধতিগত অবিচার হয়ে চলছে সেটিই একাধিক বর্ষব্যাপী-পরিচালিত এই বিস্তারিত প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। উৎপাদন পদ্ধতির এরূপ অন্যায্য কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে অসহায় নিম্নজাতির মানুষ এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর শোষণ করে তাদেরকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য করা, কোম্পানির সুরক্ষিত আবাসন বানিয়ে শ্রমিকদের যাওয়া-আসাতে বাধা দেওয়া, ঋণের বন্ধন বৃদ্ধি করে শ্রমিকদের একপ্রকার দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখা, প্রয়োজনীয় ম্যানগ্রোভ এবং জলাভূমিগুলি ধ্বংস করে দেওয়া, এবং জনসমষ্টির জন্য নির্দিষ্ট রাখা জল দূষিত করা। অগণিত শ্রমিকদের জীবন এই অন্যায্য পরিস্থিতির শিকার, যে পরিস্থিতি শ্রমিকেদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে চলেছে, এবং তার সাথে সাথে এই সাধারণ মানুষগুলি যে পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল সেই পরিবেশের সমূহ ক্ষতি করে চলেছে চিংড়ির এই উৎপাদন-ব্যবস্থা; আর এই সমস্তকিছুই হয়ে চলেছে শুধুমাত্র চিংড়ির সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্যপ্রান্তে থেকে যারা বিক্রয় বেশি করে লাভবান হতে চায় তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য । এদিকে চিংড়ির এই উৎপাদন-ব্যবস্থা দেশের শ্রম, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং পরিবেশ-সম্পর্কিত আইন, এমনকি অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আলোচিত/ বর্ণিত বিধিনিয়ম লঙ্ঘন করে চলেছে। অথচ ভারত সরকার উক্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ।

১. গত এক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিংড়ি রপ্তানিতে ভারত শীর্ষস্থানে রয়েছে।

চিংড়ির ব্যবসাতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূত্রপাত ২০০৯ সালে যখন ভারতে চিংড়ি-উৎপাদনকারীরা ভেনামি চিংড়ি (l. vannamei) আমদানির অনুমতি পায় — এই ভেনামি চিংড়িই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক হারে খাওয়া হয়। ২০১৩ সালের মধ্যেই ভারত থাইল্যান্ডকে ছাপিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ চিংড়ি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে উঠে আসে। ভারতে চিংড়ির উৎপাদন মূলত হয়ে থাকে অন্ধ্র প্রদেশ এবং পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে। ভারতে চিংড়ি উৎপাদনের এই দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়েছে থাই চিংড়ি উৎপাদনক্ষেত্রে সংকট দেখা দেওয়ার পরিপেক্ষিতে --- যেহেতু থাইল্যান্ডে একদিকে চিংড়ির রোগের প্রকোপ এবং অন্যদিকে চিংড়ি উৎপাদনক্ষেত্রে শোষণমূলক শ্রম-ব্যবস্থার কথা জনসমক্ষে আসা এসবের কারণে থাই চিংড়ি-ব্যবসা সংকটাপন্ন

হয়ে পড়ে। এদিকে পরবর্তীতে থাইল্যান্ডে যখন চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে শ্রম-ব্যবস্থার উন্নতি হয় এবং তার সাথে থাই চিংড়ির দামও বাড়ে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিংড়ি আমদানিকারীরা ভারতের চিংড়িতে বেশি করে উৎসাহিত হয়ে পড়ে কারণ ভারতীয় চিংড়ির অপেক্ষাকৃত কম দাম আর অধিক সরবরাহের সুবিধা থাকার কারণে।

২. চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থায় সরবরাহ শৃঙ্খলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসহায় শ্রমিকেরা নিয়োগকর্তাদের শোষণের শিকার হয়ে চলেছে।

ভারতে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের অধিকাংশই দলিত, আদিবাসী বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজন, এদের মধ্যে অনেকেই আবার অভ্যন্তরীয় পরিযায়ী (অর্থাৎ দেশের মধ্যেই অন্য কোনো অঞ্চলের বাসিন্দা কিন্তু কর্মসূত্রে পরিযায়ী শ্রমিক)এবং এই মানুষগুলি এরকম অঞ্চল থেকে আসে যেখানে কর্মসংস্থানের বিকল্প পথের অভাব রয়েছে। বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকেরা বেশি করে শোষণের শিকার হয়ে থাকে কারণ তারা নিজেদের বাড়ি থেকে দূরে থাকে, দূরে থাকার কারণে তাদের সামাজিক সমষ্টিগত বন্ধন ও সেই সম্পর্কিত অবলম্বনের জায়গা থাকেনা, আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে বিকল্প কর্মক্ষেত্রের সুযোগও প্রায় থাকে না। চিংড়ি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি নিয়োগকারীদের মাধ্যমে কর্ম-মুখাপেক্ষী অসহায় শ্রমিকদের এই দুর্বলতার সুযোগ নেয়। নিয়োগের সময়ে দেওয়া ঋণ শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে, যেহেতু শ্রমিকেরা ঋণের বন্ধনের দায়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে বেশিরভাগ শ্রমিকদেরই নিয়োগকারীদের সাথে যথাযথ চুক্তি হয়না, এর ফলে তাদের কর্মসংস্থান নিরাপত্তাহীনতার শিকার এবং এই শ্রমিকদের সাথে উৎপাদনকারী-সংস্থাগুলির যথাযথ যোগসূত্র স্থাপনও হয়না। এই অজ্ঞাত ও অসংগঠিত শ্রমিকেরা স্বভাবতই জোরপূর্বক শ্রম ও শোষণের শিকার হয় -- বিশেষত এদের মধ্যে যাদের বসবাসের স্থান কর্মস্থানের সাথে সন্নিবদ্ধ, যেটি সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে সাধারণত হয়েই থাকে। শ্রমিকদের সাথে কথায় প্রায়শই উঠে আসে নিয়োগকারীদের হাতে শোষণ এবং জীবিকার বিকল্প সংস্থানের অভাব থাকায় অন্যায্য কর্মক্ষেত্রের বন্ধনে আটকে পড়ার অভিযোগ। চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে শিশুশ্রমেরও প্রচলন রয়েছে, অনেক্ষেত্রেই দেখা গেছে অল্পবয়সী কিশোরী মেয়েরা নিজেদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করার জন্য চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণক্ষেত্র গুলিতে কাজ করে।

৩. ভারতে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে জোরপূর্বক বা শোষণমূলক শ্রম-ব্যবস্থা এবং তার সাথে বিপজ্জনক ও আপত্তিজনক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা বহুল প্রচলিত।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী জোরপূর্বক শ্রম তখনই বলা চলে যখন একজন শ্রমিক স্বেচ্ছায় কাজ করে না, বরং হুমকি বা দণ্ডের ভীতিতে কাজ করতে বাধ্য থাকে। ভারতে চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা স্পষ্টতই জোরপূর্বক শ্রম-ব্যবস্থার শিকার, বিশেষত যেভাবে শ্রমিকদের ঋণের দায়বদ্ধতায় একরকম দাসত্বের বন্ধনের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা হয় এবং এই শ্রমিকদের বাসস্থানের সংস্থান দেওয়ার নামে যেভাবে উৎপাদনকারী সংস্থার সম্পত্তি রক্ষার কাজে নিযুক্ত রাখা হয়। এছাড়া বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা তো সরবরাহ শৃঙ্খলে সর্বতভাবেই হয়ে চলেছে; উদাহরণস্বরূপ, চিংড়ির চাষের খামারে শ্রমিকেরা কোনোরকম প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার ব্যবহার না করেই ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি নিতে বাধ্য হয় এবং এগুলি থেকে প্রায়শই তাদের সমূহ ক্ষতি হয় বা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রগুলিতে হিমায়িত চিংড়ি, রাসায়নিক এবং লবণের দীর্ঘ সংস্পর্শে থাকার ফলে শ্রমিকেরা প্রায়শই তুষার-প্রদাহ ও চর্মরোগে ভোগে; তার ওপর কাজ থেকে বিরতি নেওয়ার সুবিধা না থাকায় শ্রমিকেরা এই প্রদাহ ও ক্ষত নিরাময়ের সুযোগ তো পায়ই না, বরং তাদের ক্ষত আরও বেড়ে যায়। চিংড়ির সরবরাহ শৃঙ্খলে শ্রমিকদের কাজের সময়সীমাও অত্যাধিক দীর্ঘ --- হ্যাচারি এবং চিংড়ি চাষের খামারগুলিতে শ্রমিকেরা দিনে বারো ঘণ্টারও বেশি কাজ করতে বাধ্য হয়-এরকমই তথ্য উঠে এসেছে। প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রগুলিতে শ্রমিকেরা জনাকীর্ণ ও প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিতে কোম্পানির পাহারাদার'দের সক্রিয় নজরদারিতে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এই শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নেওয়ার অনুমতি

খুবই কম পায়, কখনও কখনও মাসে একবারের বেশি কর্মস্থান ছেড়ে বেরোনোর সুযোগ দেওয়া হয়না। কদাচিৎ তারা যখন কর্মক্ষেত্র ছেড়ে বেরোনোর অনুমতি পায় সেই বিরতিটুকু খুবই সীমিত সময়ের জন্য, যেমন প্রায়শই এই বিরতির সময়সীমা মাত্র কয়েক ঘণ্টা। শ্রমিকরা, বিশেষ করে যারা প্রক্রিয়াকরণ-ক্ষেত্রগুলিতে কর্মরত তারা,অত্যাধিক ভাবে নানা অপব্যবহার (বিশেষত মৌখিক অপব্যবহার বা গালিগালাজ)সহ্য করে চলার ঘটনার কথা বর্ণনা দিয়েছে এই প্রতিবেদনে। মহিলা শ্রমিকেরা লিঙ্গ বৈষম্য ও নানারকম নিগ্রহের শিকার হয়। শ্রমিকদের মধ্যে এসব বিষয়ে ভীতিও কাজ করে, কারণ যে কোম্পানির অধীনে তারা কাজ করে তার বাইরে কারও সাথে কথা বলতে বা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রতিহিংসাজনিত সমূহ বিপদের আতঙ্ক তাদের ভীতিপ্রদ অবস্থার মধ্যে রাখে।

৪. চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থা নিকটবর্তী বাস্তুতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি করে,ভূগর্ভস্থ জল দূষিত করে,এবং মাছের ফলন হ্রাস করে।

ভারতে চিংড়ি উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবেশের গুরুতর ক্ষতি করে চলেছে; একইসাথে চিংড়ি উৎপাদন ক্ষেত্র-সংলগ্ন অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি — যেমন কৃষিকাজ ও মাছ-শিকার — এগুলিরও সমূহ ক্ষতি করছে চিংড়ি-চাষ। হ্যাচারি ও চিংড়ি-চাষের খামারগুলি প্রায়শই উপকূলবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠে, এবং অনেকসময়ই এগুলি গড়ে তোলা হয় ম্যানগ্রোভ, জলাভূমি ও চাষযোগ্য জমি ধ্বংস করে বা তার সমূহ ক্ষতি করে। ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করার ফলে ম্যানগ্রোভের মধ্যে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন বন্য প্রজাতি - যার মধ্যে ছোট মাছও রয়েছে - এগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়; এবং এর পরিণামে উক্ত অঞ্চলগুলি আবহাওয়া-সংক্রান্ত চরম বিপর্যয়ের প্রতি আরও সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। **হ্যাচারি ও চিংড়ি চাষের খামারগুলি থেকে নিষ্কাশিত বর্জ্য সমুদ্র এবং অন্যান্য নিকটবর্তী জলাশয়ে ফেলা হয়, যার ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জল দূষিত হয় ও সেই জলে মাছের ফলন কমে যায়, যা ক্রমশই চিরাচরিত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা অর্জনের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাচারি ও চিংড়ি-চাষের খামার থেকে নির্গত জলে চিংড়ির বর্জ্য-নিঃসৃত দূষক, রাসায়নিক-যুক্ত খাদ্য,জীবাণু-প্রতিরোধক রাসায়নিক এবং অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ থাকে, যেগুলি ভূগর্ভস্থ জলে বা সমুদ্রের খাঁড়ির জলে মিশে জল দূষিত করে এবং তার পরিণামস্বরূপ বিবিধ স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সমস্যার উদ্রেক ঘটায়।**

৫. চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি সম্ভবপর হয়ে চলেছে সরকারী তদারকির অভাব থাকার ফলে।

ভারত সরকার ও অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্য-সরকার চিংড়ি উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে নিজেদের স্ব-নিরীক্ষণের ওপর ছেড়ে দিয়েছে; সংশ্লিষ্ট শ্রম-সংক্রান্ত বিধি ও পরিবেশগত আইনগুলি কার্যকরী করার কোনোরকম প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। সরকারি পদক্ষেপের অনুপস্থিতিতে প্রাইভেট সার্টিফিকেশন স্কিম বা বেসরকারি শংসাপত্র অনুমোদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলি প্রাথমিকভাবে দুই ধরণের সার্টিফিকেশন স্কিমের আওতাধীন। যেগুলি বেস্ট অ্যাকোয়াকালচার প্র্যাকটিস (বিএপি) এবং অ্যাকোয়াকালচার স্টুয়ার্ডশিপ কাউন্সিল (এএসসি)। এই সার্টিফিকেশন স্কিমের মাধ্যমে উৎপাদিত চিংড়িগুলিতে যাচাইকরণ চিহ্ন নির্দেশ করে যে উক্ত চিহ্নিত চিংড়ি নৈতিকভাবে উৎপাদন করা হয়েছে, এর দ্বারা বোঝা যায় যে এই উৎপাদনের প্রক্রিয়া শ্রম-সংক্রান্ত আইন মেনে ও পরিবেশগত অভিঘাত যথাসম্ভব কম করে করা হয়েছে । যদিও এই স্বেচ্ছাকৃত সার্টিফিকেশন কার্যক্রমের মান যথেষ্ট প্রশংসনীয়, তবে এগুলি প্রায়শই লঙ্ঘন করা হয়। বিএপি ও এএসসি - এর মতো স্কিমগুলি আদতে বিপণনের কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়, তাই এগুলি শ্রমিকদের প্রতিরক্ষা দেওয়া বা পরিবেশকে সুরক্ষা প্রদান করতে ব্যর্থ। চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকায় উৎপাদন-সংস্থা বা কোম্পানিগুলি উৎপাদনের মূল্য অসহায় শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষজনদের ওপর চাপিয়ে দেয় --- কারণ এই মানুষজনদেরই দূষিত জল, ধ্বংস-কবলিত ম্যানগ্রোভ এবং দূষিত কৃষিজমি এসব পরিণামের সাথে মোকাবিলা করতে হয়।

ভারতে চিংড়ি উৎপাদন ক্ষেত্রটি এক সংকটাপন্ন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় মার্কিন সুপারমার্কেট, রেস্তোরাঁ ও পাইকারী বিক্রেতারা যারা ভারতে উৎপাদিত চিংড়ির সবচেয়ে বড় ক্রেতা তাদের উচিত উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির সাথে একসাথে মিলে চিংড়ি শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন করা এবং চিংড়ি-উৎপাদনের ফলে পরিবেশগত যেসব ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেগুলির মোকাবিলা করার চেষ্টায় উদ্যত হওয়া। ভারতীয় চিংড়ি উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই ভারতীয় শ্রম ও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন এবং একইসাথে আন্তর্জাতিক বিধিনিয়ম মেনে চলতে হবে, একইসাথে শ্রমিকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে, এবং শ্রমিকেরা যাতে যথাযথ মর্যাদার সাথে বসবাস ও কাজ করতে পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। ভারত সরকারকে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে সরকারী নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে, বিদ্যমান আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগ করা এবং আরও শক্তিশালী বিধিনিয়ম প্রণয়ন করার বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উচিত চিংড়ি আমদানি ব্যবস্থার ওপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা, যাতে এটা সুনিশ্চিত করা যায় যে সকলপ্রকার আইনি বিধিনিষেধ মেনেই চিংড়ি আমদানি করা হচ্ছে। জোরপূর্বক বা শোষণমূলক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত চিংড়ির মার্কিন বাজারের প্রতিযোগিতায় কোনো স্থান পাওয়া উচিত নয় ।

ভারতে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রের অন্যায্য পরিস্থিতি কোনোভাবেই অবধারিত নয় — মার্কিন সুপারমার্কেট, রেস্তোরাঁ ও পাইকারী বিক্রেতাদের খরচ কমানোর প্রবৃত্তি এবং বিপণন বাজারে নিম্নমুখী মূল্য নির্ধারণের চাপের মুখে ভারতের চিংড়ি উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীরা যথাসম্ভব কম দামে চিংড়ির জোগান দিতে বাধ্য হয়, আর এর ফলেই এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কর্পোরেট গভর্নেন্সে (Corporate Governance) মানবাধিকার এবং পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়টি এতটাই অপরিহার্য যে এবিষয়ে কোনোরকম বিতর্ক চলেনা। এখন সময় এসেছে আমেরিকার প্রিয় সামুদ্রিক খাবারকে কেন্দ্র করে মুনাফা অর্জনের আসক্তি দূরে রেখে শ্রমিকদের সুস্থতা ও তাদের যথাযথ মর্যাদা এবং পরিবেশের সুরক্ষা এগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

ভারতে চিংড়ি উৎপাদন-ক্ষেত্রে যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেগুলি নিয়ে "কর্পোরেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি ল্যাব" থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে, রিপোর্টের সারসংক্ষেপ বাংলায় অনুবাদ করেছেন নবনীতা সামন্ত (গবেষক, আই আই টি, বোম্বে)।

[মূল প্রতিবেদনটি কর্পোরেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি ল্যাব থেকে প্রকাশিত হয়েছে - https://corpaccountability lab.org/hidden-harvest ; প্রতিবেদনটি ইংরেজিতে লেখা এবং কিছুটা দীর্ঘ, এখানে শুধু সারসংক্ষেপ'টি বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে ।]

আনন্দ দিশা

শিশু বিকাশ প্রকল্প

দিশা
কাঁথি ✯ পূর্ব মেদিনীপুর ইউনিট

প্রধানত যে পাঁচটি বিভাগে আমাদের কাজ চলছে:

১। আনন্দ পাঠ (CEP/ Child Empowerment Project)

সপ্তাহে ছুটির দিনগুলিতে ছবি আঁকা, যোগাসন, নৃত্যকলা, শরীরচর্চা ও সচেতনতার নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

২। পাঠ-সহায়তা (ESS/ Education Support Scheme)

সপ্তাহে তিনদিন ৩য় - ৭ম শ্রেণীর শিশুদের জন্য ইংরেজি ও অঙ্কের বিশেষ শিখন ব্যবস্থা। বর্তমানে একটি এলাকায় চালু রয়েছে।

৩। পাঠ-উৎসাহ (CLAP/ Child Learning Aid Project)

বিপন্ন শিশুদের মাসিক ভাতা প্রদান, লেখাপড়ায় উৎসাহ দান, নিয়মিত কাউন্সেলিং ও মনোবল জোগানোর ব্যবস্থা।

৪। বেটি জিন্দাবাদ (BZ/ Beti Zindabad)

বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরীদের সংগঠিত করা ও তাদের বিবিধ সমস্যা দূরীকরণের প্রচেষ্টা। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, স্বনির্ভরতা ও চেতনা বিকাশের জন্য মাসিক চর্চার ব্যবস্থা।

৫। উত্তরণ (HEAP/ Higher Education Assistance Programme)

আর্থিকভাবে বিপন্ন ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য মাসিক আর্থিক সহায়তা। এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোর্স সম্পূর্ণ করা পর্যন্ত দেওয়া হয়।

এছাড়াও কয়েকটি বিশেষ কর্মসূচি:

- খেলাধুলা ও শিখন সামগ্রী প্রদান।
- কিশোরীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন প্রদান।
- বার্ষিক অঙ্কন ও মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার ব্যবস্থা।
- এলাকাভিত্তিক রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন।
- বার্ষিক নান্দনিক প্রতিযোগিতার আসর ও শিশু বিকাশ উৎসব উদযাপন।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি।

আনন্দ দিশা
☎ ৯৭৩৩৮৪৪১৫৯
✉ fordisha@dishaearth.org

দিশা
সোসাইটি ফর ডাইরেক্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশ্যাল অ্যান্ড হেলথ অ্যাকশন
হেড অফিস-২০/৪ শিল লেন; কলকাতা-৭০০০১৫

ভগবানপুর ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট স্মারকলিপি প্রদান

কোলাঘাট ব্লক শাখার বার্ষিক সম্মেলন

বগুড়ানজলপাই ২নং মৎস্যখটি

লাদাখবাসীর পাশে, কাঁথি ১ ব্লক

Stop Destructive Fishing
Stop Intensive Shrimp Aquaculture
ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার বিরোধী মিছিল

ধ্বংসাত্মক মৎস্য শিকার বন্ধের দাবিতে মিছিল

কার্যকরি কমিটির সভা

সাংগঠনিক কার্যক্রম

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপন

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩

মহিলা শাখা কমিটির সভা

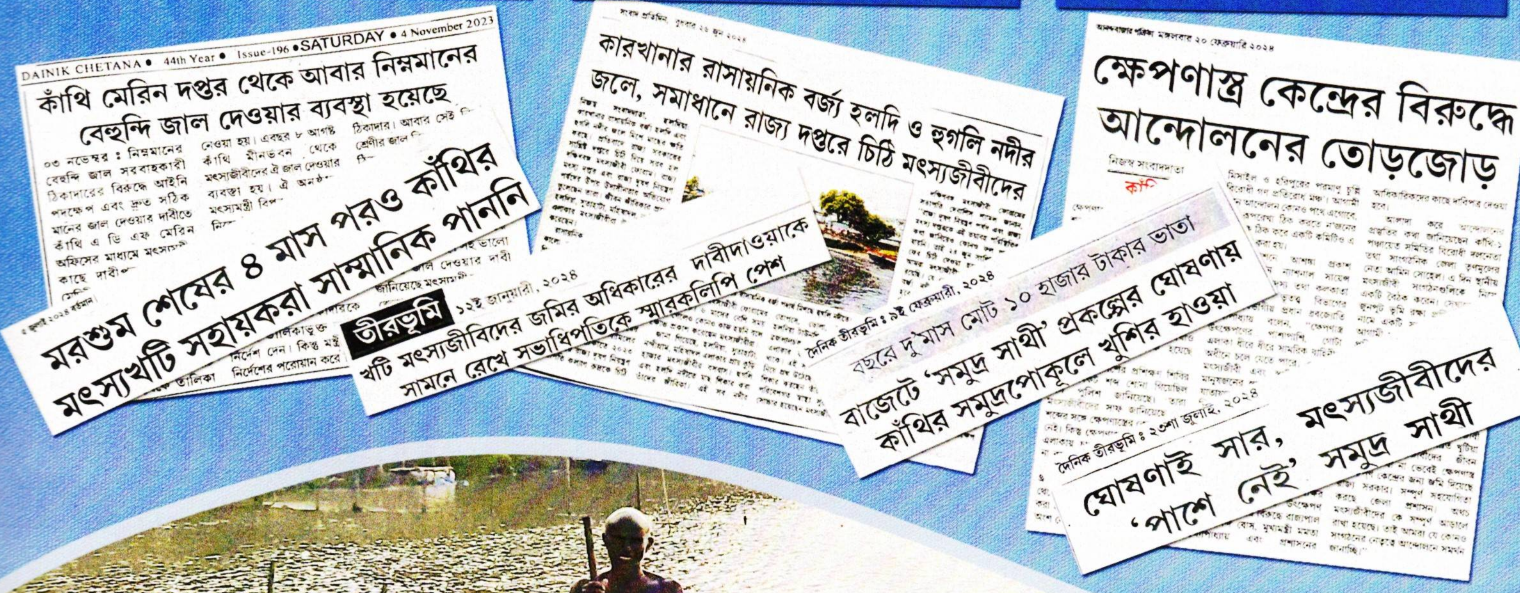

DAINIK CHETANA • 44th Year • Issue-196 • SATURDAY • 4 November 2023

কাঁথি মেরিন দপ্তর থেকে আবার নিম্নমানের বেহুন্দি জাল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে

০৩ নভেম্বর : নিম্নমানের বেহুন্দি জাল সরবাহকারী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ এবং দ্রুত সঠিক মানের জাল দেওয়ার দাবীতে কাঁথি এ ডি এফ মেরিন অফিসের মাধ্যমে মৎস্যমন্ত্রী ... কাছে দাবী ...

নেওয়া হয়। এবছর ৮ আগষ্ট কাঁথি মীনভবন থেকে মৎস্যজীবীদের ঐ জাল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঐ অনষ্ঠা... মৎস্যমন্ত্রী বিপ... নির্দে...

ঠিকাদার। আবার সেই ... শ্রেণীর জাল ...

৫ জুলাই ২০২৪ বর্তমান।

মরশুম শেষের ৪ মাস পরও কাঁথির মৎস্যখটি সহায়করা সাম্মানিক পাননি

তীরভূমি ১২ই জানুয়ারী, ২০২৪

খটি মৎস্যজীবিদের জমির অধিকারের দাবীদাওয়াকে সামনে রেখে সভাধিপতিকে স্মারকলিপি পেশ

সংবাদ প্রতিদিন, বুধবার ২৬ জুন ২০২৪

কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য হলদি ও হুগলি নদীর জলে, সমাধানে রাজ্য দপ্তরে চিঠি মৎস্যজীবীদের

দৈনিক তীরভূমি ঃ ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৪

বছরে দু'মাস মোট ১০ হাজার টাকার ভাতা

বাজেটে 'সমুদ্র সাথী' প্রকল্পের ঘোষণায় কাঁথির সমুদ্রপোকূলে খুশির হাওয়া

আনন্দবাজার পত্রিকা মঙ্গলবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তোড়জোড়

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাঁথি

দৈনিক তীরভূমি ঃ ২৩শা জুলাই, ২০২৪

ঘোষণাই সার, মৎস্যজীবীদের 'পাশে নেই' সমুদ্র সাথী

DAKSHINBANGA MATSYAJIBI FORUM

দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম